চলচ্চিত্র জগতে ইসলাম
শামসুল বারুদী

চলচ্চিত্র জগতে ইসলাম

শামসুল বারুদী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

شمس الباردى

رحلة

من الظلمات إلى النّور

تقديم

الداعية الاسلامية زينب الغزالى الجبيلى

إعداد

عزة الجرف

www.pathagar.com

প্রকাশনায়ঃ
মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম
পরিচালক
আশ্-শেফা রিসার্চ একাডেমী
৫৯৪/এ, মধুবাগ, মগবাজার
জি, পি, ও বক্স নং-২, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
ফোনঃ ৪১৫২৩৪

সম্পাদনায়ঃ
অধ্যাপক মোঃ মোজাম্মেল হক

প্রকাশকালঃ
সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ ঈসায়ী
রবিউল আউয়াল ১৪১৪ হিজরী
ভাদ্র ১৪০০ বাংলা

প্রচ্ছদঃ মোঃ ইব্রাহীম মন্ডল

কম্পিউটার কম্পোজঃ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

মুদ্রণেঃ আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

মূল্যঃ ৩০.০০ টাকা মাত্র।

Price: Tk. 30.00 only

প্রাপ্তিস্থানঃ
প্রফেসর্স বুক কর্ণার, আশা বুক কর্ণার, আধুনিক প্রকাশনী, প্রীতি প্রকাশনী, আশ্-শেফা প্রকাশনী ঢাকা, আধুনিক লাইব্রেরী চট্টগ্রামসহ অন্যান্য লাইব্রেরীসমূহ।

رحلة من الظلمات الى النور REHLATUM MINAJ JULUMATI ELANNUR
Er Bengali Translation CHOLOCHITRO JAGOTE ISLAM. Translated & Published by Md Abdul Monyem, Ash Shefa Research Academy, 594/A Madhubagh, Bara Moghbazar, G. P. O. Box-2 Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 415234

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

নিঃসন্দেহে আধুনিক বিশ্বে চলচ্চিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বলিষ্ঠ গণমাধ্যম। কিন্তু বিষয়বস্তু ও উপায়-উপকরণের পরিশুদ্ধির অভাবে উক্ত চলচ্চিত্র নামক গণমাধ্যমটি পরিণত হয়েছে গণচরিত্র বিধ্বংসী হাতিয়ারে যা গোটা বিশ্ব তথা দেশ এবং জাতির জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক। এ বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয় মিশরের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শামসুল বারুদীর তথাকথিত চলচ্চিত্র জগত পরিত্যাগ করে ইসলামী জীবনাদর্শে প্রত্যাবর্তনের ইতিহাস।

চিত্রাভিনেত্রী শামসুল বারুদী মিশরের রূপালী পর্দায় রীতিমত ঝড় তুলে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাকে হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করেন। কিভাবে তার জীবনে এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে তারই একটি বাস্তব চিত্র এ বইটি। শামছুল বারুদীর সাথে মিসরের প্রখ্যাত সাংবাদিক ইজ্জত আল জওফ-এর গৃহীত সাক্ষাতকার সম্বলিত رحلة من الظلمات الى النور "রিহলাতুম মিনায যুলুমাতি ইলান্নুর" বইয়ের বাংলা অনুবাদ "চলচিত্র জগতে ইসলাম"। বাজারে ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর লেখা প্রচুর ইসলামী সাহিত্য থাকলেও চলচ্চিত্র জগত ও চিত্র তারকাদের উপর লেখা বইয়ের পরিমাণ খুবই কম। তাই আমি এ বইটি অনুবাদে ব্রতী হই।

শাব্দিক অনুবাদের সাধারণ রীতি অনুসরণ না করে স্বাধীন ও সাবলীল রীতি অনুসরণ করেছি। কোথাও কোথাও মূল কথাটা যথাস্থানে রেখে ভাবের পরিস্ফুটনে বিশেষ যত্নবান হয়েছি। প্রথম সংস্করণ হিসেবে বইটিতে কিছুটা ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। সহৃদয় পাঠকের যেকোন পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে সাদরে গৃহীত হবে ইনশায়াল্লাহ।

www.pathagar.com

প্রত্যেকের হেদায়াতের মালিক আল্লাহ। হেদায়াতের পথে প্রত্যাবর্তনের অনেক ঘটনা হয়তো অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু আমি মনে করি, এমন সব ঘটনার মধ্যে শামসুল বারুদীর ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বইখানা পাঠে যদি কেউ উপকৃত হয় তাহলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। চলচ্চিত্র জগতে ইসলাম বইটি প্রকাশিত হলো। মিসরের প্রখ্যাত চিত্রনায়িকা শামসুল বারুদী চিত্রজগতের রূপালী পর্দা থেকে বেরিয়ে এসেছেন ইসলামের শাশ্বত এবং সুশীতল ছায়াতলে। তার জীবনের এ নাটকীয় প্রত্যাবর্তন এবং চিত্রজগত সম্বন্ধে মিসরের প্রখ্যাত সাংবাদিক ইজ্জত আল-জওফ গৃহীত এক সাক্ষাতকার হচ্ছে এ বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের খেদমতে আমরা শুধু তাঁর এ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের রহস্যই লিপিবদ্ধ করিনি, বরং সিনেমা, নাটক এবং চিত্রজগত সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ এবং বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ), আল্লামা ইউসুফ আল-কারজাভী এবং মাওলানা আমীন খান রিজভীর সুচিন্তিত ও সারগর্ভ অভিমতও পরিবেশন করেছি। হাঁ, এতদসংগে আমরা সংযোজন করেছি মিসরের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও প্রযোজক জনাব হাসান ইউসুফের আর একটি সাক্ষাতকার। আমরা আশা করি, প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

সাক্ষাতকারের মূল অনুবাদটি দেখে দিয়েছেন বিশিষ্ট কলামিষ্ট জনাব সালেহ উদ্দিন আহমদ জহুরী ও সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক মোঃ মোজ্জাম্মেল হক। আমরা তাঁদের এ সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞ।

যে মহৎ উদ্দেশ্যে এ বইয়ের প্রকাশ, রাব্বুল আলামীন যেন তা কবুল করেন, এই আমাদের মুনাজাত।

মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম
আশ্-শেফা রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

- ভূমিকা ৯
- সাক্ষাতকার গ্রহণকারীর কথা ১২
- সাক্ষাতকার প্রসঙ্গ ১৪
- আল্লাহর ফয়সালা ২১
- মদীনাতুর রাসূল (সঃ) যিয়ারত ও পরমাশ্চর্য দৃশ্য অবলোকন ২২
- ওমরাহ পালন ও আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ ২৫
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর ২৯
- আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) এর অভিমতঃ ইসলাম ও সিনেমা নাটক ৩৮
- আল্লামা ইউসুফ আল কারদাভীর অভিমতঃ সিনেমা দেখা ৪৩
- নৃত্য ও যৌন শিল্পকর্ম ৪৬
- গান ও বাদ্যযন্ত্র ৪৮
- আল্লামা আমীন খান রেজভীর অভিমত ইসলামের দৃষ্টিতে নাটক ৫১
- ইসলামী ও অনৈসলামী দৃষ্টিতে নাটকের পার্থক্য ৫৩
- ইসলামী নাটকের প্রভাব ৫৫
- মিসরের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও প্রযোজক হাসান ইউসুফের একটি সাক্ষাতকার ৫৭

www.pathagar.com

ভূমিকা

হেদায়াতের পথের যারা আশেক-পথিক, সত্য-ন্যায়ের যারা দরদী ঝান্ডাবাহী, হকের রাহে যাদের নির্ভীক অভিযাত্রা, তাঁদেরই অন্যতম হলেন শামসুল বারুদী। আল্লাহ-প্রেমিককে প্রত্যেকেই জানতে চায়। ইসলামে প্রত্যাবর্তনের পর শামসুল বারুদীর কথাবার্তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি এক সময় বলেছিলেনঃ

" وَلَو عُدتُ الى الوَرَاء لَمَّا تَمَنَّيتُ أَبَدًا اَن اَكُونَ مِنَ الوَسَط الفَنِّى، كُنتُ أَتَمَنَّى أَنتَ أَكُونَ مُسلِمَةً مُلتَزِمَةً، لِأَنَّ ذَالِكَ هُوَ الحَقُّ "

"আমি যদি এক মুহূর্তের জন্য আমার অতীতকে বর্তমানের মাঝে ফিরে পেতাম, তাহলে আমি অভিনয় জগতের একজন শ্রেষ্ঠ তারকা হওয়ার পরিবর্তে একজন দ্বীনদার মহিলা হওয়াকে অধিকতর পছন্দ করতাম। জীবনের এটাই একমাত্র সঠিক পথ।"

শামসুল বারুদীর এই কথাগুলো তাঁর জীবনচিত্র। পরবর্তী সময়ে তিনি হেদায়াতের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি ধন্য হয়েছেন তাঁর নেক অনুভূতি দ্বারা। হেদায়াতের রাহে নিজেকে যে কোরবান করে, সে কখনো বিফল হয় না। সাইয়েদা রাবেয়া আদুবিয়া কবিতার ভাষায় বলেছেন ঃ

الزَمِ البَابَ إِن عَشقتَ الجَمَلاَ
وَاَهجُرِ النَّومَ إِن أَردتَ الوِصَالاَ
وَاَجعَلِ الرُّوحَ منكَ اَوَّلَ نَقلٍ
لِحَبِيبٍ أَنوَارُهُ تَتَلاَلاَ

www.pathagar.com

তুমি যদি সৌন্দর্যের পিপাসী হয়ে থাকো তাহলে তার দরজায় ধর্ণা দাও। আর যদি মিলন চাও তাহলে নিদ্রা পরিত্যাগ করো। তোমার নিজের আত্মাকে প্রথমে বেরকরে দাও সেই প্রিয়ার জন্য যার জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে"।

শামসুল বারুদী হেদায়াত গ্রহণের সেই মানসিকতা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে জীবন তাঁর সার্থক ও সফল হয়ে ওঠে। সত্যের পথে প্রত্যাবর্তন মানে জান্নাতের পথ ধরে চলা। বৈচিত্রময় জীবন নানা তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভরপুর। আহত আত্মা সত্য পথে চল্‌লে আবে-কাওসারে হয় পরিপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত। এটাই তওবাতুন নাছুহা; আর এটাই আল্লাহ ও ইসলামের পথ। সত্য পথে প্রত্যাবর্তনকারী বা সত্য পথের পথিক কখনো পথহারা হয় না। তার পথের দিশারী খোদ আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন। সে পথ ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়। আল্লাহ বলেছেনঃ

انَّ الَّـذِيـنَ قَالُوا رَبُّنَا اللّـهُ ثُـمَّ استَـقَامُـوا تَـتَـنَـزَّلُ عَلَيهِمُ المَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحزَنُوا وَأَبشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِى كُنتُم تُوعَدُونَ * نَحنُ أَولِيَاؤُكُم فِى الحَيَاةِ الدُّنيَا وَفِى الآخِرَةِ وَلَكُم فِيهَامَا تَشتَهِى اَنفُسُكُم وَلَكُم فِيهَا مَا تَدَّعُونَ . نُزُلاً مِّن غَفُورٍ رَّحِيم * (فصلت : ٣٠-٣٢)

"যেসব লোক বললো, আল্লাহ আমাদের রব এবং তারা এর উপর অটল থাকলো; নিঃসন্দেহে তাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল হয় এবং তাদের বলতে থাকেঃ ভয় পেয়ো না, চিন্তা করো না; আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও, তোমাদেরকে যার ওয়াদা করা হয়েছে। আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের সংগী-সাথী আর পরকালেও। সেখানে তোমরা যাকিছু চাও, তা পাবে। আর যে জিনিসের ইচ্ছা তোমরা করবে, তাই তোমাদের দেয়া হবে। এ হলো মেহমানদারীর সামগ্রী সে মহান খোদার

www.pathagar.com

তরফ থেকে– যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"

কি আশ্চর্য! এক মুহূর্তেই মনের এ কোন্ বৈপ্লবিক পরিবর্তন? আঁধারে ডুবে থাকা আত্মা মুহূর্তেই ন্যায় ও সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত, নূরে আলোকিত, জ্যোতির্ময়।

এভাবেই শামসুল বারুদীর পরিবর্তন ঘটে। সত্যানুসন্ধানী এই মহীয়সীকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে জানাই লাখো মোবারকবাদ।

مَن ذَاقَ طَعمَ شَرَابِ القَومِ يَدرِيهِ
وَمَن دَرَاهُ غَدَا بِالرُّوحِ يَشرِيهِ

"উম্মতে মুসলেমার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অমিয় সুধার স্বাদ যিনি একবার পেয়েছেন, প্রতিনিয়ত তিনি তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে ইসলামের রঙে রাঙিয়ে তুলতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়েছেন।"

ওগো শামসুল বারুদী, সত্যানুসন্ধানী, তোমাকে আবারও মোবারকবাদ জানাই। আল্লাহর সন্তুষ্টির এটাই সর্বোৎকৃষ্ট উপঢৌকন।

জয়নব আল–গাজ্জালী আল–জুবাইলী

www.pathagar.com

সাক্ষাতকার গ্রহণকারীর কথা

চিত্রজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তারকা, মিসরের রূপালী পর্দায় যিনি কম্পন সৃষ্টি করেছিলেন– ঢেউ তুলেছিলেন, তিনি ছায়াছবির দুনিয়া থেকে ইসলামী দুনিয়ায় ফিরে এসেছেন ইসলামকে ভালবেসে। তাঁর চিত্রজগতের অভিজ্ঞতা এবং ইসলামী জীবনে ফিরে আসার অনুভূতি ও নতুন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমাকে সব সময় তাড়া করতো। তাঁর সাক্ষাতকার নেয়ার বাসনা আমার বহু দিনের; কিন্তু সে সময়–সুযোগ আর হয়ে ওঠে না। চিত্রজগত থেকে ইসলামে প্রত্যাবর্তন, ঠিক যেন বিপরীত অবস্থান। তাই এ পরিবর্তনের কারণ জানার ঔৎসুক্য সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষ করে যেসব তরুণ–তরুণীকে চিত্রজগতের দৌরাত্ম্য অস্থির ও বিভ্রান্ত করেছে, তাদের জানা উচিত এই পরিবর্তনের হাল–হকিকত ও রহস্য। সে কারণেই সাক্ষাতকার নেয়ার প্রয়োজন অনুভব করি।

মিসরের নাট্য আন্দোলন ও সিনেমার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মিসরকে পাশ্চাত্য সভ্যতা–সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে পশ্চিমারা অবিরত কুঠারাঘাত করেছে। এ উদ্দেশ্যে তারা লেবানন ও সিরিয়া থেকে নায়িকাদের সুপরিকল্পিতভাবে এদেশে আমদানি করতে থাকে। তাদের এ কাজে সহায়তা করে খল–চরিত্রের মুসলিম নামধারী সহযোগীরা। এভাবে শুরু হয় পশ্চিমাদের নেতৃত্বে ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিনাশী দুর্বার অভিযান।

ইসলামী সমাজের শান্ত–স্নিগ্ধ সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে জীবনকে ধন্য করার সৌভাগ্য অনেকেরই হয়েছে এবং হচ্ছে। তাঁরা আবার নিজেদের নির্মল চরিত্র গঠন করে সে চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত করেছেন অনেককে। পথ হারাদের আল্লাহ এভাবেই পথের সন্ধান দিয়ে

www.pathagar.com

থাকেন। শামসুল বারুদী তাঁদেরই একজন। যিনি তওবা ও হেদায়াতের পথ ধরে নিজে ধন্য হয়েছেন, পরিশুদ্ধ হয়েছেন। শুধু তাই নয়, হেদায়াতের পথে তিনি নিজেই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। মিসরের অনেক বিপথগামীকে তিনি সত্য পথে এনেছেন নিজেকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করে।

তাঁর এই বিপ্লবী পরিবর্তন এটাই প্রমাণ করে যে, যাঁরা সত্য পথের সন্ধান এখনও পাননি, তাঁদের অনেকের অন্তর হেদায়াত গ্রহণের জন্য উর্বর ও অনুকূল। কিন্তু প্রয়োজন পথের দিশারী, ভুল সংশোধনকারী ও আলো প্রদর্শনকারীর।

* চিত্রতারকা শামসুল বারুদী ও তাঁর ঈমান সঙ্গিনী সাইয়েদা সাদিয়া ও সাইয়েদা হেনা সারওয়াতকে জানাই মোবারকবাদ। তারা উভয়েই আঁধার থেকে আলোতে এসেছেন। শয়তানের পরিমন্ডল আর পরিবেশ থেকে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ বলেছেনঃ

فَمَن يُّرِدِ اللّٰهَ أَن يَهدِيَهُ يَشرَح صَدرَهُ لِلاِسلاَمِ

"তিনি যাকে হেদায়েত ও সত্য পথের সন্ধানী করতে চান, ইসলামের জন্য তার অন্তর প্রশস্ত করেন।"

ইজ্জত আল–জওফ
আল–জিজা
মিসর।

www.pathagar.com

সাক্ষাতকার প্রসঙ্গ

দীর্ঘদিন ধরে শামসুল বারুদীর সাক্ষাতকার গ্রহণের ঐকান্তিক ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম। কিন্তু তাঁর এ মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন সাক্ষাতকার গ্রহণে বড় একটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। চিত্রজগতে থাকতে তিনি ছিলেন আত্মপ্রচারবিলাসী। কিন্তু ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে হয়ে গেলেন কট্টর প্রচারবিমুখ। সাক্ষাতকার দেয়া এবং তার প্রচারকে তিনি মনে করেন রিয়ার কাজ। আল্লাহ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যে প্রত্যাবর্তন, সে প্রত্যাবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করাকে তিনি নিছক পাবলিসিটি ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না। তাঁর এই প্রচারবিমুখতাই হয়ে দাঁড়ায় আমার জন্য প্রধান সমস্যা। তিনি এসবকে নিজের গুণকীর্তন বলে মনে করে বসেন।

আমি তাঁকে এ অনুরোধ করেছিলাম যে, আপনার মতই যারা চিত্রজগতের নোংরা পরিবেশ থেকে ইসলামের পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র অংগনে আসতে চান, কিন্তু নানা কারণে আসছেন না, ভীষণ ইতস্ততায় ভুগছেন, তাঁদের উদ্যোগ ও ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল করার জন্য আপনার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি তাদের জানা দরকার। কেননা, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

لِأَن يَّهدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً، خَيرٌ لَكَ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا،

"তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে হেদায়াত প্রদান করেন, তাহলে তা তোমার জন্য অবশ্যই সমস্ত পৃথিবী ও তার সকল সামগ্রী থেকে উত্তম।"

আমি তাকে বলেছিলাম, ঈমানের পথে আপনার অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে দীর্ঘ সাধনার ফল। আপনার সাধনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার

www.pathagar.com

ইতিহাস থেকে অন্যদের উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিলে কতই না ভাল হয়।

এ ব্যাপারে আমি তাঁর কয়েকজন বান্ধবীরও শরণাপন্ন হই। পরিশেষে তাদের অনুরোধে তিনি এ সাক্ষাতকার দিতে সম্মত হন।

১৯৮৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীতে শামসুল বারুদীর ইসলামী জীবনাদর্শে প্রত্যাবর্তনের ৬ষ্ঠ বর্ষ পূর্ণ হয়। আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমের এক অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ শামসুল বারুদী। সাক্ষাতকার গ্রহণের তারিখ এ দিনই নির্ধারিত হয়। অনেক জিজ্ঞাসা নিয়ে কায়রোর কুরনিসুল নীল রোডস্থ তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হলাম। তিনি নিজ অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন একের পর এক। নায়িকা হিসেবে তিনি চিত্রজগতে কিভাবে প্রবেশ করেছিলেন এবং কিভাবে তিনি সে জগতে সুনাম-সুখ্যাতিসহ প্রতিষ্ঠা লাভ করেও সে জগতকে বিদায় জানিয়ে ইসলামের জগতে প্রত্যাবর্তন করলেন, তার বর্ণনাও দিলেন।

শামসুল বারুদী [৪০] উস্তাদ হাসান ইউসুফের স্ত্রী। তিনি একজন প্রখ্যাত অভিনেতা। আলোড়ন সৃষ্টিকারী কয়েকটি চলচ্চিত্রের প্রযোজক। তাঁদের চারটি সন্তান রয়েছে। শামসুল বারুদী বলেনঃ

" انـَّـهَا كَانَت فَترَةَ غَيبُوبَةٍ بِالـنِّسبَةِ لـِــى " وَ " اَلحَـيَاةَ الَّتِى يَرَاهَا البَعضُ مُبهِرَةً، وَفِيهَا كُلُّ مُتَعِ الحَيَاةِ ، وَمَا إِلَــى ذَلِكَ ، يَرَاهَا الفَردُ المُسلِمُ حَيَاةَ ضَلَالٍ " وَ " الحَيَاةُ المُظلِمَةُ قَبلَ انتِقَالِى لِطَرِيقِ النُّورِ،

"আমার জন্য সে জগত ছিল স্বপ্নময়। সেটা এমন এক জগত যাকে অনেকেই সীমাহীন জৌলুসময় জীবন বলে মনে করেন। জীবনকে ভোগ করার আর বিলাসে ডুবে যাওয়ার সব রকমের উপকরণ সে জগতে বিদ্যমান। এমন জীবন একজন মুসলমান কখনো বরণ করে নিতে পারে না। কুৎসিৎ সে জীবন, কৃত্রিম আলোতে ভোগ আর

www.pathagar.com

বিলাসের নারকীয় কীট সেখানে খেলা করে। আমি ছিলাম সে জগতের এক বাসিন্দা।"

এ মন্তব্য করেই তিনি সাক্ষাতকার দিতে শুরু করেন। তিনি বলেনঃ

"সে সময়টা ছিল আমার জন্য নিতান্ত রোমান্টিক এবং স্বপ্নময়। এ জীবনকে অনেকেই খুব সুন্দর ও চমৎকার জীবন মনে করেন, আমিও তাই মনে করতাম। এত ভোগ, এত বিলাস অন্য কোন জীবনে নেই। সে জীবন সামনে রেখে আজ আমি বুঝি, এটা কোন জীবনই নয়।"

প্রশ্নঃ এই জিন্দেগীর সন্ধান কিভাবে পেলেন? কিভাবেই বা আপনার এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটলো? কিভাবেই বা আল্লাহর পথে আসলেন?

উত্তরঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। দরূদ ও সালাম প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর। এক ধার্মিক পরিবারের মেয়ে আমি। আমার আব্বা-আম্মা উভয়েই ধার্মিক। এ কারণে ছোট বেলায়ই আমি নামায আদায়ের অভ্যাস গড়ে তুলি। তবে নিয়মিত নামায আদায় করতাম না। নামায কাযা হলে আমার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা ছিল তা কিন্তু হতো না। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, স্কুলে ইসলামিয়াত একটি ঐচ্ছিক বিষয় হওয়ায় অন্যান্য বিষয়ের মত গুরুত্ব এর প্রতি কেউই দিতো না। অথচ ইসলামিয়াতে কেউ ফেলও করতো না। মেট্রিক পাসের পর আইন কলেজে বা আর্ট কলেজে ভর্তির জন্য আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু আমার প্রাপ্ত নম্বর এই দুয়ের কোন একটিতেও আমাকে ভর্তির ব্যাপারে সহায়তা করেনি। তাই ড্রামা এন্ড প্লে ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হই। কিন্তু সেখানকার ডিপ্লোমা কোর্স শেষ করার আগে চিত্রজগত থেকে ডাক আসে। আমি সে ডাকে সাড়া দেই। সে জগতের আহবানে এমন একটি সম্মোহনী শক্তি আছে যা অনেকের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ১৬/১৭ বছরের মেয়েরা তো এ জগতের আহবানে পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা বিবেককে কাজে লাগাতে পারে না। ইসলামী জ্ঞান, ইসলামী শিক্ষা এবং ইসলামী আমল না থাকার কারণে তারা রোমান্টিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। আমিও সেভাবে ভাসলাম। যিনি দর্শকের সামনে যত

www.pathagar.com

চমৎকার উপস্থাপন ভঙ্গির অধিকারী চিত্র জগতে তিনি তত বেশী সার্থক। তিনিই চিত্রজগতের গৌরব অর্জনে সক্ষম।

চিত্রাঙ্গনে কর্মরত থাকা অবস্থায় কোন এক পর্যায়ে এই অঙ্গনের প্রতি অনিবার্য কারণে আমার ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হয়। ফলে ২/৩ বছর আমি কোন ছবির অভিনয়ে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকি। কেউ কেউ বলতে লাগলেন আমাকে নাকি কর্মচ্যুত করা হয়েছে। আল্লাহর অশেষ শোকর যে, আমার পরিবার আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল থাকায় নৈতিকতা বিরোধী কোন ভূমিকার অভিনয়ে আমি বাধ্য ছিলাম না। বেতনের প্রায় সবটাই পরিধেয় ও সাজ-সজ্জার পেছনে ব্যয় করতাম। এমনিভাবে এক পর্যায়ে আমার এই অনুভূতি নাড়া দিয়ে উঠলো যে, চিত্রজগত আমার দেহের সৌন্দর্য ও লাবণ্যকে দর্শকদের উপভোগের খোরাক হিসেবে ব্যবহার করছে। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, দুটি পয়সার জন্য নিজ দেহের সৌন্দর্য ও বিবেককে এভাবে কতদিন বিক্রি করে চলবো? না, এভাবে আর চলে না, চলা উচিত নয়। আস্তে আস্তে অভিনয়ের ব্যস্ততা কমিয়ে ফেলতে থাকলাম। কল্পনার জগতকে বিদায় দিয়ে বাস্তবের দুনিয়ায় অবতরণ করলাম। আমাদের জগতের নাম চিত্রজগত। আমরা চিত্রজগতের তারকা। বাস্তব দুনিয়ার সঙ্গে চিত্রজগতের কোন সম্পর্ক নেই। এ কল্পনা জগতের জীবন যাপনে আমি হাঁপিয়ে উঠি। চিত্রাভিনেতা ও চিত্রাভিনেত্রীরা সমাজ সংশোধনের জন্য, সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, নৈতিক মূল্যবোধে জাতিকে উজ্জীবিত করার জন্য কত কথাই না নেচে গেয়ে বলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই চিত্রতারকাদের অধিকাংশই চরিত্রহীন এবং তাদের জীবন অনৈতিকতার পংকে পংকিল। এসব দেখে মনটা বিষিয়ে উঠে। যার ফলে এ জগতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেই এবং তা বাস্তবায়ন করি।

আমার স্বামী উস্তাদ হাসান ইউসুফের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে তাঁর নামেই কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে যাত্রা করি। নিজের অভিরুচি এখানে কাজে লাগাতে সক্ষম হই।

www.pathagar.com

আমার জীবনের এই পর্যায়ে আমি নামাযের উপর গুরুত্ব দিতে থাকি। কোন কারণে ফরয নামায সঠিক ওয়াক্তে আদায় করতে না পারলে যদিও কাযা নামায আদায় করতাম কিন্তু মনে শান্তি পেতাম না। তখনও কিন্তু আমি পর্দা পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। বিবাহ পূর্বকালে গরম ও শীতবস্ত্র ক্রয় করতাম মিসরের অত্যাধুনিক বস্ত্র বিতান থেকেই। কিন্তু বিবাহের পর স্বামী গরম ও শীতবস্ত্র ক্রয়ের জন্য আমাকে বিদেশে নিয়ে যেতেন। তখন এটা আমার জন্য গর্বের ব্যাপার হলেও এখন মনে হয় তা ছিল সময় ও অর্থের অপচয়। হাঁ, স্বামীর সাথে শপিং-এর জন্য বের হলেও শালীন পোশাক ক্রয়ের চেষ্টা করতাম। যদি কখনো এমন পরিধেয় পছন্দ হয়ে যেত যা শালীন নয়, তখন তা কভার করার জন্য জ্যাকেট ক্রয় করতাম যেন আকর্ষণীয় বাহ্যিক অঙ্গের আবরণে ত্রুটি না থাকে। এটা আমি করতাম নিজস্ব লজ্জাবোধ থেকেই। বোরকা পরিধানের জন্য আমি কখনো কখনো আগ্রহ প্রকাশ করতাম, কিন্তু আমার বান্ধবীদের অনেকেই বলতেন, বোরকা ছাড়া নাকি আমাকে ভাল দেখায়। তখনও আমার পবিত্র কুরআন শরীফ খতম করার সৌভাগ্য হয়নি। তাই বেশী বেশী করে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে থাকি। শৈশবকালে বান্ধবীদের নিয়ে রমযান মাসে কালামে পাক খতম করতাম। বিবাহের পরও এ অভ্যাস ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে চিত্রজগতে প্রবেশ করার পর এ মানসিকতার প্রায় মৃত্যুই ঘটে। চিত্রজগতে ধর্মীয় মানসিকতাসম্পন্ন বান্ধবীদের শূন্যতাই বিরাজ করছিল। শৈশবকালে যারা আমার বান্ধবী ছিলেন তাদের কেউই পর্দা পালন করতেন না। আমিও তাদেরই অন্যতম ছিলাম।

আমার মধ্যে সত্য উপলব্ধির যখন কিঞ্চিৎ উন্মেষ ঘটতে থাকে তখন থেকেই আমি একাকী অভিনয় করতে গেলেও নিজের সম্ভ্রম রক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন থাকতাম। আমার স্বামীর সাথেই আমি পরবর্তী সময়ে অভিনয় করতে থাকি। আমি আমার অভিনয় জীবনের কথা স্মরণ করলে মুহ্যমান হয়ে পড়ি। ভাবি, সেই জীবনে যা মনে হতো গৌরব আর সুনাম আজ তা মনে হয় দুর্নাম ও

www.pathagar.com

সময়ের অপচয়। আরও ভাবি, যেসব ফিল্মে আমার অভিনয় বন্দী হয়ে আছে সবই যদি আমি মুছে ফেলতে পারতাম তাহলে কতই না ভাল হতো। আমি যদি শৈশবে ফিরে যেতে পারতাম তাহলে আমি কখনো চাইতাম না যে নায়িকাদের মাঝে আমার বিকাশ ঘটুক। শৈশবের জীবনে আমি ফিরে গেলে তখন আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করতো, তুমি কি হতে চাও? তখন আমি বলতাম, আমি একজন দ্বীনদার মুসলিম মহিলা হতে চাই। আমার জীবনের লক্ষ্য আল্লাহর ইবাদত। কারণ ইবাদত সম্পর্কে আল্লাহ কালামে পাকে ঘোষণা করেছেনঃ

" وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِنسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ " (الذاريات : ٥٦)

আমি যখন গ্রীষ্মকালে সমুদ্র সৈকতে চিত্তবিনোদনে যেতাম তখন অন্য পুরুষরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত সমুদ্রে নামতাম না। আমার সঙ্গে শুধু থাকতেন আমার স্বামী। অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন, ইসলামের দৃষ্টিতে চিত্তবিনোদন কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামে চিত্তবিনোদনের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে, তবে তার একটা সীমানা আছে। এই সীমানা লংঘন করলেই ইসলামের সমর্থন হারাতে হয়।

লিবারসুন, সারটন্ ফ্রয়েডদের মত দার্শনিকদের বই পড়তে আমি অভ্যস্ত ছিলাম। তাদের দর্শন পাঠকদের চিন্তাশক্তিকে ভীষণ নাড়া দেয়। আমিও প্রভাবিত হয়ে পড়ি। তাদের দর্শনের কোন কোন দিক নিয়ে প্রায়ই বিতর্কে জড়িয়ে পড়তাম। এ ধরনের বিতর্কে জড়িয়ে পড়া রীতিমত আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আমি এসব দার্শনিকদের বইয়ের ব্যক্তিগত এক লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলাম। কিন্তু আমি বলতে পারছি না হঠাৎ কেন এসব বই পড়া ছেড়ে দিলাম এবং কোরআনের দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকলাম।

আল্লাহ পাক হাদীসে কুদসিতে বলেছেনঃ

" وَمَــن تَقَرَّبَ اِلَىَّ شبرًا تَقَرَّبتُ اِلَيه ذرَاعًا ، وَ مَن تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذرَاعًا تَقَرَّبتُ إِلَيهِ بَاعًا، وَمَن أَتَانِى يَمشِى أَتَيتُه هَروَلَةً"

"যদি কেউ আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক গজ পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক গজ পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক মঞ্জিল পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে এগিয়ে যাই।"

www.pathagar.com

আল্লাহর ফয়সালা

ওমরাহ পালন করার কথা মনে মনে ভাবছিলাম। কিন্তু আমি যে এক বেপর্দা মহিলা। পর্দা মোতাবেক না চল্‌লে ওমরাহ পালন করে কি হবে? কিভাবেই বা বেপর্দাবস্থায় আল্লাহর ঘরে উপস্থিত হবো? এমন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন এক পর্যায়ে কে যেন পরামর্শ দিলেন যে, ওমরাহ আদায় করার জন্য আগে পর্দা পালন, পরে ওমরাহ পালনে যাওয়া কোন শর্ত নয়। এ অবস্থায়ও আপনি ওমরাহ পালনে যেতে পারেন। এ পরামর্শ যারা দিলেন তাদের মধ্যে ইসলামের সঠিক জ্ঞানের অভাব ছিলো বলে মনে হলো। কারণ, এ ধরনের জ্ঞানদানকারী অনেককে দেখেছি ওমরাহ পালনের পরও তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। এর মধ্যে ঘটে গেল আর এক ঘটনা। আমার স্বামী হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন ওমরাহ পালন করবেন। মক্কা শরীফে রওয়ানা হওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুতি নিতে থাকেন। আমার অনুপস্থিতিতে মেয়ের লেখাপড়ার ক্ষতি হবে চিন্তা করে আমি স্বামীর সাথে ওমরাহ পালনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। আমি সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হলাম। ছেলেও আক্রান্ত হলো। এই রোগে ঘরের তিন জনই আক্রান্ত হয়ে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালেও শয্যাশায়ী হতে হলো।

চিন্তা করে দেখলাম ওমরাহ থেকে বিরত থাকারই শাস্তি যেন আল্লাহ পাক আমাকে দিলেন।

www.pathagar.com

মদীনাতুর রাসূল (সঃ) যিয়ারত ও পরমাশ্চর্য দৃশ্য অবলোকন

ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ সালে ওমরাহ আদায়ের জন্য হারামাইন শরীফাইনে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বরে প্যারিস থেকে ফেরার পথে ক্রয় করে এনেছিলাম কিছু কাপড়-চোপড় এবং সেই সাথে ওমরার কাপড়ও। কোন রকম মেকআপ ছাড়াই এটা আমার সর্ব প্রথম সাদা বস্ত্র পরিধান। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরিহিত পোশাক দেখলাম। শুভ্র বসন আমার খুবই ভাল লাগলো। এই পোশাকে আমার চেহারায়ও দেখলাম পবিত্রতার ছাপ।

সন্তানদের ছাড়া এটাই আমার প্রথম বিদেশ সফর। সফর সংক্রান্ত ঝামেলা ছাড়া বাচ্চাদের ব্যাপারে কোনই দুশ্চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেনি। সুয়েজ ভ্রমণ সমিতির ওমরাহ কাফেলার সাথে আব্বাকে সঙ্গে নিয়ে ওমরাহ পালনের জন্য রওয়ানা হই। মদীনা মোনাওয়ারায় পৌঁছে বেশী বেশী কোরআন তেলাওয়াতে নিমগ্ন থাকি। মক্কা ও মদীনা শরীফে কোরআন শরীফ খতম করার দারুণ ইচ্ছা মনে জাগলো। মক্কা ও মদীনায় আমার সফর সঙ্গিনীদের কেউ কেউ পর্দা পালনের ব্যাপারে আমাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করতেন। এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না বলে উত্তর দিতাম। তবে এতটুকু বলতাম যে, আমার স্বামীর অনুমতি ছাড়া কি করে আমি পর্দা পালন করব? তিনি আমার পর্দার ব্যাপারে সম্মত হবেন কি না তা তো জানি না।

وَلَم أَكُن أَعلَمُ أَنَّهُ لاَ طَاعَةَ لِمَخلُوقٍ فِى مَعصِيَةِ الخَالِقِ ،

"আল্লাহর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে কোন বান্দাহর নিষেধের তোয়াক্কা করতে নেই।"

www.pathagar.com

এতটুকু জ্ঞান তখনও আমার ছিল না। সফর সঙ্গিনীদের কেউ কেউ আবার এই বলে নিরুৎসাহিত করতেন যে, স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা একান্তই জরুরী। কেননা, পর্দার ব্যাপারটা এত সহজ নয়। আমি কিন্তু এদিকে খুব একটা চিন্তা-ভাবনা না করে ক্রমাগত কোরআন তেলাওয়াতেই সময় কাটাতাম। আব্বার সাথে মসজিদে নববীতে নামায আদায় করতে গিয়ে হঠাৎ করে আমার মামার সাথে দেখা হয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা যিয়ারত করেছি কিনা? উত্তর দেইঃ 'জ্বী প্রত্যেক দিনই তো রওযা শরীফ যিয়ারত করে থাকি। "খুবই ভাল, খুবই ভাল" বলে আমাকে ধন্যবাদ জনিয়ে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ

هَــل فَــتَــحَ اللّهُ عَـلَـيكَ ، "আল্লাহর নৈকট্যলাভে কি সমর্থ হয়েছো?"

উত্তরে বলিঃ মামা, এর অর্থ তো আমি বুঝলাম না। তিনি বললেনঃ হারাম শরীফে কান্নাকাটি করেছো কি? এ প্রশ্ন আমার কাছে কিছুটা অভিনব মনে হলো। উত্তরে বললাম, না। মামা আল্লাহর দরবারে আমার জন্য দোআ করলেন। তখন থেকে নিয়মিত রাসূল (সাঃ) এর মাযার যিয়ারত করে কান্নাকাটি করতে শুরু করি।

وَ مَرَّ عَلى هَذَا الـمَوقف يَومَان اَو ثَلاَثَة و أَثنَاءَ زِيَارتِــى لِقَبرِالرَّسُولِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعدَ صَلَوةِ الفَجرِ شَعَرتُ بِشَيٍ غَرِيبٍ .... فُجأَةً استَشعَرتُ كَأَنِّي أَرى رَسُولَ اللّه رَأىَ العَينِ ..كَأنَّهُ يَنظُرُ إِلَــيَّ من دُونِ النَّاس ... فَــارتَعَدَ جَسَدِى وَانهَمَرت دُمُوعى بِغَزَارَةٍ ، وَظَـلَّلتَ أُرَدِّدُ : يَاحَبِيبِى يَارَسُولَ اللّهِ ... يَاحَبِيبِى يَارَسُولَ اللّهِ ... يَا حَـبِـيـبِــى يَا رَسُولَ اللّهِ ... مَرَّاتٍ عَدِيدَةً ... وَ مَهمَا قُلتُ لاَ أَستَطِـيعُ

www.pathagar.com

أَن أُعَبِّرَ عَمَّا أَحسَستُ بِهِ فِي هذَا المَوتُوفِ ... "

"২/৩ দিন পর ফজরের নামায শেষে রাসূল (সাঃ) এর মাযার যিয়ারত করার সময় এক পরমাশ্চর্য ও অকল্পনীয় পবিত্রতম নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন করি। হঠাৎ অনুভব করলাম স্বচক্ষে যেন আমি রাসূল (সাঃ) কে দেখছি। তিনিও আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার শরীর শিউরে ওঠে এবং চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু গড়াতে থাকে। আর আমি আবেগাপ্লুত হয়ে অনবরত ইয়া হাবিবী ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবিবী ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবিবী ইয়া রাসূলাল্লাহ বলে দরূদ পড়তে থাকি। তখন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

আমার অস্থির অবস্থা দেখে আমার সফরসঙ্গিনীরা আমাকে দূরে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। আমার দুই পা যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। কথা বলতে পারছিলাম না। তবুও তখন মন বলছিল, "তোরা আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাসনে, আমি যে পবিত্রতম চেহারা দেখছি তা আমাকে আরও দেখতে দে।" তারা আমাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। যখন একটু স্থির হলাম, তখন মনে হলো, এইমাত্র জীবনশুদ্ধির পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলাম। বাসায় ফিরে আসার সাথে সাথে আব্বা আমাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সঙ্গিনীরা কারণ বললেন। আব্বা আলহামদুলিল্লাহ বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

www.pathagar.com

ওমরাহ পালন ও আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ

মদীনা মোনাওয়ারায় যিয়ারত শেষে আমরা মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। ওমরাহর প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান যাতে সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে পারা ছিল আমার ঐকান্তিক বাসনা। মক্কা শরীফে "ইখ্ওয়াতুল মোস্লেমাত" সংগঠনের অনেকের সাথেই আমার দেখা হয়। তাঁরা পর্দাবৃতাবস্থায় একই সাথে ওমরাহ আদায় করেন। যাদের মাত্র মুখ খোলা ছিল। আমার পূর্ব ইচ্ছা অনুযায়ী হারাম শরীফে বসে কোরআন তেলাওয়াতেই অধিকতর মনোনিবেশ করলাম। একদিন আছর ও মাগরিবের মাঝখানে ইখওয়াতুল মুসলেমাত সংগঠনের "আরবী" নামক মিসরীয় এক বোনের সাথে পরিচয় ঘটলো। তিনি কুয়েতে বাস করেন। তিনি স্বরচিত একটি কবিতার কিছু অংশ আবৃত্তি করে আমাকে শুনালেন। কবিতার প্রত্যেকটি বাক্য অপূর্ব ছন্দময় যা আমার অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করলো। এ সময়টিতেও আমি পর্দা পালনে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলাম। একদিকে পর্দা পালনের জন্য আমার ব্যাকুল মন, অপর দিকে বান্ধবীদের বিপরীত পরামর্শ। তারা বলেন, 'স্বামীর অনুমতি ছাড়া পর্দা পালন করা অনুচিত। তারা আমাকে বললেনঃ এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা ঠিক হবে না। কারণ, এখনো তুমি যুবতী। তাদের এসব কথাবার্তা সত্ত্বেও আমি পর্দা পালনে মানসিক দিক দিয়ে পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যাই। আমার মানসিক অবস্থার ঠিক এ পর্যায়ে আমার সে "আরবী" বোন কবিতার যে অংশ আবৃত্তি করে আমাকে শুনালেন, তা হচ্ছে এইঃ

فَلْيَقُولُوا عَنْ حِجَابِي   لاَ وَ رَبِّي لَنْ اُبَالِـي
قَدْ حَمَانِي فِيهِ دِينِي   وَحَبَانِـــي بَالْـجَلاَلِـي
زِينَتِي دَوماً حَيَائِـي   واحتِشَامِي هُوَ مَالِي

اَلأَنِّــــى أَتَـــوَلَّـى   عَنْ مَتَاعٍ لِـــزَوَالٍ
لاَ مَنِى النَّاس كَأَنِّى   أَطلُبُ السُّوءَ لِحَالِـى
كَم لَمَحتُ اللَّومَ مِنهُم   فِى حَدِيثٍ أَو سُؤَالٍ

"সমালোচকরা আমার পর্দা পালন নিয়ে কত সমালোচনাই না করছে। প্রকৃতপক্ষে এ পর্দার দ্বারাই আল্লাহ আমার সম্ভ্রম ও মান-মর্যাদার হেফাযত করেছেন। আমার সম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদা, শরম ও হায়া সবই তো আমার স্থায়ী সৌন্দর্য ও সম্পদ। বাদবাকী যা কিছু আছে, তা ধ্বংস ও বরবাদ হতে বাধ্য। যারা পর্দার ব্যাপারে সমালোচনামুখর তারা আসলে আমার মঙ্গল চায় না। পর্দা পালনে কেন আর বিলম্ব ও আলস্য? সব লজ্জা, ইতস্তত ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের বেড়াজাল ছিন্ন করেই তো আমাকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছতে হবে।"

দীর্ঘ এক কবিতা, শুনলাম মাত্র কিছু অংশ। চোখ আমার সজল হয়ে উঠলো। যা আমাকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিল। প্রতিটি বাক্য এমন কি প্রতিটি শব্দ আমার হৃদয়কে আঘাতের পর আঘাত করে অস্থির করে তুললো। কুয়েতে অবস্থানরত সেই মিসরীয় বোনের সাথে দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত করার পর মনে পড়লো আমার সেই বৈমাত্রেয় বোনের কথা, যে আমাদের ছেড়ে পরপারে বেশ আগেই চলে গেছে। আমি তাকে খুব ভালবাসতাম। তার নামে বদলা ওমরাহ পালন করি। ওমরাহ শেষ করে রাতের বেলায় আর ঘুমাতে পারলাম না। কি যেন এক অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসলো। বিনিদ্র রজনী যাপন করলাম। যতবারই ঘুমোবার জন্য শয্যা নিয়েছি, ততবারই ব্যর্থ হয়েছি। সারাজীবন কত পাপ করেছি, সব পাপ এক হয়ে পাহাড় সমান উচ্চতা আর ওজন নিয়ে আমার উপর যেন চেপে বসেছে। তাই আমার মনে হয়েছে, আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। কি যে অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসলো, তা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। সারা জীবন আমি যত ভোগ আর বিলাস করেছি তা যেন এখন আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

www.pathagar.com

আমার অস্থির অবস্থা দেখে আব্বা জিজ্ঞাসা করলেনঃ মা, তোমার কি হয়েছে? কেন তুমি ঘুমাচ্ছ না? আব্বাকে বললামঃ আমি হারাম শরীফে যেতে চাচ্ছি। আব্বা বললেনঃ কেন মা? এখনো তো তাহাজ্জুদ নামাযের ওয়াক্ত হয়নি। আব্বা পবিত্র ওমরাহ সফরে সর্বদাই আমার সাথী ছিলেন এবং আমার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতেন। তাই আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তিনি বায়তুল্লাহ শরীফে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছেই তওয়াফে রত হই। প্রথম তওয়াফেই হাজরুল আসওয়াদের কাছে পৌছার তওফীক আল্লাহ দেন। সেখানে আমার স্বামী-সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন সবার জন্যই দোআ করি ঈমানের চেতনায় বলীয়ান হয়ে। দুটি চোখ বেয়ে ঝর্ণার মত যেন পানি ঝরছিল। পরের তওয়াফেও শুধু কাঁদলাম। প্রতি তওয়াফেই হাজরুল আসওয়াদে চুম্বন দেয়ার নসীব আমার হয়েছিল। তওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকাত নামায আদায় করলাম। সূরা ফাতেহা পাঠের সময় আমি এমন এক বেহেশতী স্বাদ অনুভব করছিলাম, যা আমার পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সূরা ফাতেহার প্রতিটি শব্দের অর্থ যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার অন্তরে প্রবেশ করতে থাকে; আর তা এই গুনাহগারের মুখ দিয়ে বের হতে থাকে। অবস্থাটা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহর রহমত যেন আমাকে আচ্ছাদন করে নিচ্ছে আর আমার চেতনা-অনুভূতি যেন সূরা ফাতেহার বরকতে বন্দী হয়ে পড়ছে। সূরা ফাতেহার বরকতের মাঝে আমি যেন বিলীন হয়ে যাচ্ছিলাম। ব্যাকুল হয়ে কাঁদলাম। আমার অস্তিত্ব যেন আমার মধ্যে ছিল না। সমস্ত তওয়াফেই এই অনুভূতি ও উপলব্ধি ছিল। দেখছিলাম, বিপুলসংখ্যক ফেরেশতা বায়তুল্লাহর চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। সূরা ফাতেহার ফয়েয ও বরকত এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব যেসব শব্দ দ্বারা ঘোষণা করা যায়, সেসব শব্দ যেন আমার মধ্যে তাজাল্লী সৃষ্টি করছে।

অতঃপর হাজরুল ইসমাঈলে দুই রাকাত নামায আদায়কালেও আমার একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সব কিছু ফজরের আযানের আগেই ঘটে গেল। আযানের পর আব্বা আমাকে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ফজরের নামায আদায়ের আহবান জানালেন। নামায আদায়

www.pathagar.com

করলাম। সূর্যোদয় হলো। আমার জীবনের যেন নব প্রভাত। নতুন জীবন-সূর্য। আমি এই প্রভাতের নতুন সূর্যালোকে যেন ভিন্ন মানুষ, নতুন মানুষ। পরমানন্দে আমি উদ্বেলিত। নতুন ঈমানী বলে হলাম বলীয়ান। আজ আমি যেন ভিন্ন এক শামসুল বারুদী। সঙ্গিনীদেরই একজন জিজ্ঞাসা করলেনঃ বোন শামসুল বারুদী, তুমি কি পর্দা করবে? উত্তরে বললাম, ইনশাআল্লাহ। আমার আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ নেই। আমার স্বরও নতুন স্বর। সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মানুষ আমি। খোদা-ভীতি ও নবী প্রেম হয়ে গেল আমার জীবনের ভিত্তি। এভাবেই আল্লাহর রহমতে আমি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেলাম। ওমরাহ থেকে আসার পর আর কখনো আমি বেপর্দা হইনি। পর্দা পালনের ৬ বছর অতিবাহিত হলো। আল্লাহর কাছে দোআ করি, তিনি যেন আমাকে, সব মহিলাকে, আমার স্বামীকে, পরিবার-পরিজন ও সকল মুসলমান নর-নারীকে পরকালে চিরশান্তির ব্যবস্থা করেন।

www.pathagar.com

কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্নঃ ওমরাহ পালন করে আপনি যখন একজন পর্দানশীন মহিলা হিসেবে স্বামীর সাথে প্রথম সাক্ষাত করেন, তখন তিনি আপনাকে কিভাবে গ্রহণ করেন? আপনার পরিবারের লোকজনই বা চিত্রজগত থেকে আপনার বিদায় নেয়াকে কিভাবে নিয়েছেন? এখন ঈমানের পথে চলাকেই বা তারা কি মনে করেন?

উত্তরঃ আমার স্বামী একজন ধর্মভীরু ব্যক্তি। প্রথম নজরে তাঁর সামান্য প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাঁর ধারণা ছিল যে, আমার পর্দার ব্যাপারটা হয়তো ক্ষণস্থায়ী, —২/১ দিনের ব্যাপার মাত্র। আলহামদুলিল্লাহ! আমার এ অবস্থা তিনি সানন্দে মেনে নেন।

আমার পরিবারের লোকজন তো খুশীতে বাগবাগ। তাদের আর চাই কি? আমি ঈমানের পথে ফিরে এসেছি দেখে তারা আনন্দিত। কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয়! আমি যখন চিত্রজগতের পথে পা বাড়াই, তখনও একইভাবে তারা খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। আমার মা ছিলেন অত্যন্ত দ্বীনদার মহিলা। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসিনী করুন। সন্তান-সন্ততির প্রতিপালন ও স্বামীর খেদমতই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পরিবারের লোকজন আমাকে নায়িকা হিসেবে দেখে যত খুশী হয়েছিলেন পর্দানশীন নারী হিসেবে দেখে নিঃসন্দেহে তার চেয়ে বেশী খুশী হয়েছেন। আমার আব্বা তো আম্মাকে নিয়ে প্রতি বছরই হজ্জে যেতেন। আম্মা পর্দা মেনে চলতেন। আমাদের সমাজে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, যুবতীদের জন্য পর্দা মেনে চলা প্রয়োজনীয় নয়। এটা বয়স্ক মহিলাদের ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই এটা তাদেরই করণীয়।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ ইসলামী পদ্ধতিতে জীবন যাপনের কারণে হয়তো আপনাকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। জানতে পারি কি আপনি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?

উত্তরঃ আলহামদুল্লিাহ। আমার পারিবারিক অবস্থা ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার ক্ষেত্রে ঢাল হিসাবে কাজ করেছে। কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক ইসলামের রীতি-নীতি বাস্তবায়নে তারা আমার পূর্ণ সহযোগী। আমার প্রতি স্বামীর ভালবাসা অপরিসীম। তাঁরই একান্ত সহযোগিতায় আমি সন্তানের শিক্ষা দিচ্ছি, লালন-পালন করে আসছি। ঘর-বাড়ী দেখার দায়িত্ব পালন করছি। যৌথ পরিবারের নানাবিধ গুরুদায়িত্বও আমাকে পালন করতে হচ্ছে। আমি কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছি না। দুনিয়ায় চলার পথে সব ক্ষেত্রেই নানা অসুবিধা থাকে যা মোকাবেলা করেই চলতে হয়। ইসলামে প্রত্যাবর্তনের পরই বুঝলাম এই দুনিয়াতে আল্লাহর পথে চলতে হলে জেহাদের নিয়তেই চলতে হয়, জেহাদকে বেছে নিতে হয়। তা করতে গিয়ে যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয় তার সর্বোত্তম পুরস্কার আল্লাহ পাক আখেরাতে দেবেন। আল্লাহ বলেছেনঃ

أَم حَسِبتُم أَن تَدخُلوا الجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعلَمِ اللّٰهِ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُم وَ يَعلَمَ الصَّابِرِينَ . (العمران : ١٤٢)

"তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা এমনিতেই বেহেশতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত দেখেনই নাই যে তোমাদের মধ্যে কে খোদার পথে প্রাণপণে লড়াই করতে প্রস্তুত এবং তাঁরই জন্য ধৈর্যশীল"-সূরা-আলে-ইমরান-১৪২

প্রশ্নঃ শুনেছি আপনার অভিনীত কিছু ছবি সম্পাদনা করে নতুনভাবে পেশ করার চেষ্টা হচ্ছিল যাতে আপনার ইসলামী জীবন যাপনের উপর সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা যায়। এর পিছনে কে বা কারা কাজ করছে বলে আপনি মনে করেন?

www.pathagar.com

উত্তরঃ অনৈসলামী জীবনে আমার অভিনয়ে যেসব ছায়াছবি নির্মাণ করা হয়, প্রোডিউসারদের পক্ষ থেকে সেসব ছায়াছবি প্রদর্শনের জন্য নানা ধরনের চাপ আসে। তারা এসব ছবি প্রদর্শনের জন্য বড্ড বাড়াবাড়ি করতে থাকেন। এক্ষেত্রে আল্লাহ পাক আমাকে সাহায্য করেন। আমার পরিচিত মহলে আমাকে হেয় করার জন্যও চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তারা সফল হতে পারেননি। তারা মোটেই বুঝতে পারেন নি যে, এখন আমি অন্য এক শামসুল বারুদী। এ পরিবর্তন কিভাবে সম্ভব হলো সে চিন্তাও ছিল তাদের নাগালের বাইরে। আল্লাহর ঘোষণা তারা একেবারেই ভুলে গেছেন।

فَمَن يُّرِيدِ اللّٰهُ أَن يَّهدِيَهُ يَشرَحْ صَدرَهُ للاسلاَمِ وَمَن يُّرِد أَن يُّضِلَّهُ يَجعَل صَدرَه ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ – (الانعام : ١٢٥)

–অতএব, (তা অকাট্য সত্য যে,) আল্লাহ যাকে হেদায়াত করতে ইচ্ছা করেন তার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করার ইচ্ছা করেন তার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেন। এমনভাবে সংকীর্ণ করে দেন যে ইসলামের ধারণা করা মাত্রই তার মনে হয়, যেন তার প্রাণ আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

সূরা–আল্–আনয়াম ১২৫,

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

اِن يَّنصُركُمُ اللّٰهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُم وَاِن يَّخذُلكُم فَمَن ذَالَّذِى يَنصُرُكُم مِن بَعدِه ... (ال عمران : ٦٠)

"আল্লাহই যদি তোমাদের সাহায্য করেন তবে কোন শক্তিই তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন তবে এমন কেউ নেই যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে?" (সূরা আল্–ইমরান–১৬)

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ আপনার অভিনীত ছবি কি এখনো প্রদর্শিত হচ্ছে? আপনি সেসব ছবির রয়েলটি বা পার্সেন্টেজ নিয়ে থাকেন কি?

উত্তরঃ অতীত জীবনের পাপাচার থেকে আল্লাহর দরবারে তওবা করছি ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আমার স্বামীর প্রযোজনায় যেসব ছবি তৈরী করেছিলাম, তা বন্ধ করে দিয়েছি। অন্য প্রযোজকদের তৈরী যেসব ছবিতে আমার অভিনয় আছে সেসব ছবিতে তো আমার কোন হাত নেই। তাদের মর্জির উপরই ছেড়ে দিয়েছি। ছবিগুলো থেকে আমি কোন প্রকার রয়েলটি বা পার্সেন্টেজ গ্রহণ করি না। এটা একটা ঘৃণিত উপার্জন

প্রশ্নঃ নায়িকাদের সাথে আপনার সম্পর্ক এখন কেমন?

উত্তরঃ খুব কম সংখ্যক নায়িকার সাথেই আমার বন্ধুত্ব ছিল। বর্তমানে চিত্রজগতের পরিবেশের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে চাই না কোনভাবেই। এতদসত্ত্বেও যদি কারো সাথে সাক্ষাত হয়েই যায় তাদেরকে আমি ভাল উপদেশ দিয়ে থাকি। আমাকে যদি কেউ খারাপও ভাবে তাহলেও তাদেরকে ঈমানের এবং কল্যাণের দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত থাকি না।

প্রশ্নঃ আপনাকে একজন পর্দানশীন স্ত্রী ও গৃহিনী হিসাবে দেখতে কি আপনার স্বামী সত্যিই সন্তুষ্ট?

উত্তরঃ তিনি এখন সত্যিই সন্তুষ্ট কিনা এ প্রশ্ন তো তাঁকেই করা উচিত। আমার দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবনের সুখ–শান্তি নির্ভর করে এমন স্ত্রীর উপর যিনি সন্তান–সন্ততি ও গৃহের তত্ত্বাবধানে যত্নবান এবং যে স্ত্রী তাঁর অফিস প্রত্যাগত স্বামীকে মন খুলে মধুর সম্ভাষণে স্বাগত জানায়।

প্রশ্নঃ মিসরের নায়িকাদের মধ্যে আপনিই প্রথম যিনি ইসলামী অনুশাসনে নিজেকে গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। অন্যান্য নায়িকার মধ্যে কি এ প্রবণতা রয়েছে?

উত্তরঃ জ্বী হাঁ। যথেষ্ট প্রবণতা রয়েছে। আমরা যদি যুক্তি–প্রমাণ দ্বারা তাদের বুঝাতে সক্ষম হই তাহলে তাদের অনেকেই ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে আগ্রহী হবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রখ্যাত নায়িকা হেনা সারওয়াত–এর কথা। প্রখ্যাত আলেম শেখ মুহাম্মদ

www.pathagar.com

(মোতাওয়াল্লী) আল-শা'রাবী যখন তাদেরকে কোরআন ও সুন্নাহ থেকে ইসলামের সাহিত্য ও সৌন্দর্য বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন তখনই তো তারা এ দাওয়াতকে স্বাগত জানিয়েছেন। ইসলামী শিক্ষায় তারা নিজেদেরকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, চিত্রজগতের মধ্যে এমন চিন্তাধারা বিদ্যমান যে, দ্বীন-ধর্ম এক জিনিস আর কর্মজীবন আর এক জিনিস। আমি জানি, যারা আল্লাহর ইবাদত করতে চায় তাদের কেউ বেঁধে রাখতে পারেনা।

প্রশ্নঃ মিসেস সাদিয়ার (কণ্ঠশিল্পী ও নায়িকা) ইন্তফাকে আপনি কোন্ দৃষ্টিতে দেখছেন?

উত্তরঃ মিসেস সাদিয়ার কণ্ঠের মত সুমধুর কণ্ঠ আমি আর কখনো শুনিনি। একদিন তিনি আমাকে টেলিফোনে সালাম জানিয়ে বললেন, আমি আপনাকে ইসলামের জন্য ভালবাসি।

সত্যিকার অর্থে আল্লাহর জন্য ভালবাসাই হলো প্রকৃত ভালবাসা। মিসেস সাদিয়া ও হেনা সারওয়াতসহ আরও কয়েকজনকে নিয়ে আমরা একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছি। এ সংগঠনের মাধ্যমে আমরা চিত্রজগতে ও তার বাইরে ইসলামের জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

প্রশ্নঃ মুসলিম নারীদের চাকুরী ও দায়িত্ব সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তরঃ মহিলাদের দায়-দায়িত্বের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। প্রধান দায়িত্ব হলো, তাকে আল্লাহ পাক যে প্রকৃতি দিয়ে যে পরিবেশে সৃষ্টি করেছেন তা মেনে নিয়ে সে পরিবেশে কাজ করা। মায়ের প্রকৃতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী জাতির মধ্যে দিয়েছেন। মা-বাবার গৃহ ছেড়ে তার স্বামীগৃহে যাওয়াও নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত। মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন এবং স্বামীগৃহে স্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন একজন নারীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। একজন মা শুধু সন্তানের স্বাস্থ্য ও দৈহিক গঠনেই সহায়তা করেন না। প্রকৃতপক্ষে সন্তানের স্বভাব-চরিত্র, চিন্তা-চেতনা,মন-মানস, মেজাজ ও রুচি গঠনে একক ভূমিকা পালনের দায়-দায়িত্ব মায়ের উপর বর্তায়। নারী জাতিকে মা হিসেবেই সৃষ্টি করা হয়েছে, শুধু ইঞ্জিনিয়ার বা কৃষিবিদ হওয়ার জন্য নয়। কোন মা যদি তার দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে ইসলামের সীমানার ভেতরে থেকে অন্যান্য দায়ীত্ব পালনেও সমর্থ হন তাহলে কতই না ভাল কাজ

www.pathagar.com

করলেন। একজন মহিলা ডাক্তার হয়ে মহিলাদের চিকিৎসা করবেন, শিক্ষক হয়ে শিশুদের এবং মহিলাদের শিক্ষা দেবেন, তা তো স্বাভাবিক। আল্লাহ পাক সে যোগ্যতাও তাদের মধ্যে দিয়েছেন। আমি তো মনে করি, পুরুষের কর্মক্ষেত্রের মত নারীর কর্মক্ষেত্রও প্রশস্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর অধিকার একক। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর যোগ্যতা অত্যন্ত কার্যকর। যেসব চাকুরীতে গেলে সন্তানের প্রতি দৃষ্টি রাখা যায় না, লালন-পালনে ব্যাঘাত ঘটে, শিক্ষাদান সম্ভব হয় না, এবং ইসলামের সীমা লংঘন ছাড়া যে চাকুরী করা যায় না, এমন চাকুরীতে মহিলাদের না যাওয়াই ভাল।

প্রশ্নঃ আপনি কিভাবে এখন আপনার জীবন পরিচালনা করছেন? আপনি কি এ পরিবর্তনে সত্যিই সন্তুষ্ট?

উত্তরঃ আলহামদুলিল্লাহ। আমি নিতান্তই স্বাভাবিক ও আনন্দের জীবন যাপন করছি। নিয়মিত ইবাদত বন্দেগী করছি এবং তাতে তৃপ্তি পাচ্ছি। স্বামী, সন্তান-সন্ততি এবং ঘর-বাড়ী আনন্দ ও আন্তরিকতার সাথে দেখাশুনা করতে পারছি। আল্লাহর রহমতই বলবো, আমার স্বামী আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা দান করছেন। তিনি বরং পূর্বের চেয়ে আমাকে এখনই বেশী ভালবাসেন। তাঁর এই সহযোগিতার কারণে আমি ইবাদত বন্দেগী আরও বেশী করতে পারছি।

আমার পরিবর্তিত বর্তমান অবস্থায় তিনি আনন্দিত। আল্লাহর শোকরগুজারী আমি যতই করছি ততই মনে হচ্ছে, আমার প্রাপ্তির তুলনায় শোকরগুজারীর পরিমাণ কম হচ্ছে

প্রশ্নঃ এখন আপনি কি কি বই পুস্তক অধ্যয়ন করছেন?

উত্তরঃ ইমাম শহীদ হাসানুল বান্নার লেখা ইসলামের দৃষ্টিতে নারী বা "আল-মারআতুল মুসলিমা", উস্তাদ মাহমুদ জওহরীর লেখা "আদর্শ সমাজ গঠনে মুসলিম নারীর ভূমিকা" বা আলউখ্‌ত আল-মুসলিমা আসাসুল মুজতামা আল-ফাদেল-এই বই দু'টি মহিলাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উস্তাদ মাহমুদ ইব্রাহীম জামানের লেখা মুসলিম নারী শিক্ষা বা "ফিকহে আল্-মারআ আল্-মুসলেমা।"

উস্তাদ আব্দুল হালীম মাহমুদের লেখা 'তোমরা যদি আমাকে স্মরণ কর তবে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো বা (উযকুরুনী

www.pathagar.com

আযকুরুকুম) এবং "কিয়ামতের চিত্র" যেমন কোরআন ও সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে।

* ইসলামী আন্দোলনে "কুদওয়াতুন হাসানা", ডঃ সাইয়্যেদ রমযান বুতীর ফেকহুস সীরাহ বা নবীজীবন ও ডঃ আবদুল্লাহ আল-উলওয়ান লেখা তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল্ ইসলাম। এছাড়া ইমাম গাজ্জালীর কিমিয়ায়ে সায়াদাত এবং ইহ্ইয়ায়ে উলুমুদ্দীন পড়ছি।

প্রশ্নঃ একজন মহিলা হিসাবে আপনার অভিনয় জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে শিল্পী ও নায়িকাদের উদ্দেশ্যে কি কিছু উপদেশ দেবেন?

উত্তরঃ যে উপদেশ আল্লাহ তাআলা সূরা আয-যুমারে দিয়েছেন তার চাইতে উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ কোন উপদেশ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। উপদেশটি হলোঃ

بسم اللّه الرحمن الرحيم* قُل يَاعبَادِىَ الَّذينَ اَسرَفُوا عَلَى اَنفُسهِم لاَ تَقنَطُوا من رَّحمَةِ اللّه انَّ اللّهَ يَغفرُ الذُّنُوبَ جَميعًا إنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحيمُ* وَأنيبُوا إِلَى رَبِّكُم وَ اَسلمُوا لَـهُ مـن قَبلِ أن يَّاتِيَكُمُ العَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ* وَاتَّبعُوا أحسَـنَ مَا أُنزلَ اَلَيكُم مِن رَبِّكُم من قَبلِ أَن يَّأتِيَكُمُ العَذَابُ بَغتَةً وَّأَنـتُم لاَ تَشعُرُونَ * أن تَقُولَ نَفسٌ يَاحَسرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُّ فـى جَـنـبِ اللّه وَإِن كُـنتُ لَمنَ السَّاخرينَ * أو تَقُولَ لَو أَنَّ اللّهَ هَـدَانِى لَـو كُنتُ منَ الـمُتَّقينَ * أَو تَقُولَ حينَ تَرَى العَذَابَ. لَو أَنَّ لِى كَرَّةً فَأَكُونَ منَ الـمُحسنِينَ* بَلَى قَد جَاءَ تكَ آيَاتِى فَكَذَّبتَ بِهَا وَاستَكبَرتَ وَكُنتَ منَ الكَافرِينَ* وَيَومَ القيَامَـة تَرَى الَّذينَ كَذَّبُوا عَلَى اللّه وَجُوهُـهُم مُسوَدَّةٌ أَلَيسَ فِى جَهَنَّمَ مَثوًى لِلمُتَكَبِّرِينَ*وَيُنَجِّى اللّهُ الَّذينَ اتَّقُوا بِمَفَازَتِهِم لاَيَمَسُّهُمُ

السُّوءُ وَلاَ هُمْ يَحزَنُونَ* اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيىءٍ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ
شَيىءٍ وَكِيلٌ . لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوَاتِ وَالاَرضِ وَالَّذِينَ كَفَـــرُوا
بِـاٰيَاتِ اللّٰه أُولٰئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ * قُل أَفَغَيرَ اللّٰه تَأمُرُونِّـــى
أَعبُدَ اَيُّهَا الجَاهِلُونَ* وَلَقَد أُوحِىَ إِلَيكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِن قَبلِكَ
لَئِن أَشرَكتَ لَيَحبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ*بَلِ اللّٰهَ
فَاعبُد وَ كُن مِّنَ الشّٰاكِرِينَ *) صَدَقَ اللّٰهُ العَظِيم–

(سورة الزمر. الايات : ٥٣–٦٦)

"(হে নবী), বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান। ফিরে আস তোমাদের খোদার দিকে। তোমাদের উপর তাঁর আযাব আসার পূর্বে তাঁর অনুগত হও। কেননা, অতঃপর তোমরা কোন দিক থেকেই সাহায্য পাবে না। আর অকস্মাৎ তোমরা টেরই পাবে না, হঠাৎ করে তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হওয়ার আগেই তোমরা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাবের উত্তম নসীহতসমূহ অনুসরণ কর।

এমন যেন না হয়, পরে কেউ বলবে যে, আমার সেই অপরাধের আফসোস যা আমি খোদার কাছে করেছিলাম। বরং আমি তো বিদ্রূপকারী লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম। অথবা বলবে, হায়! আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়াত দান করতেন, তাহলে আমিও মোত্তাকী লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম। কিংবা আযাব দেখে বলবে, আহ! আমাকে যদি আর একবার সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আমিও নেক আমলকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম। আর তখন উত্তরে তাদেরকে বলা হবে যে, কেন নয়, আমার নিদর্শনসমূহ তো তোমাদের নিকট এসেছিল। তখন তো তোমরা সেগুলোকে মিথ্যা

www.pathagar.com

মনে করেছিলে, অহংকার ও গর্বের সাথে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো।

আজ যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে, কেয়ামতের দিন তাদের মুখগুলো কৃষ্ণকায় দেখতে পাবে। জাহান্নামই কি এই অহংকারীদের জন্য আশ্রয়স্থল নয়?

পক্ষান্তরে, যারা এখানে তাকওয়া অবলম্বন করবে, তাদের সফলতার জন্য আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দেবেন। তারা কোনরূপ দুঃখ-কষ্ট পাবে না। আর তারা চিন্তিতও হবেনা। আল্লাহই প্রত্যেকটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর অভিভাবক, কর্মবিধায়ক। যমীন ও আকাশমন্ডলের ভান্ডারসমূহের চাবি তাঁরই নিকট রক্ষিত। যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হে নবী, এসব লোকদের বলে দিন, তাহলে হে জাহেল লোকেরা, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো বন্দেগী করার জন্য আমাকে বলছো?

তাদের একথা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া প্রয়োজন যে, হে নবী! আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তী রাসূলদের প্রতি এই অহীই পাঠানো হয়েছে যে, যদি শিরক করো, তাহলে তোমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে ও তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অতএব, একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত কর এবং শোকরগুজার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।"

আমীন !

www.pathagar.com

আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) এর অভিমত ইসলাম ও সিনেমা নাটক

[সিনেমা ও নাটক সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) এর একটি অনুপম তাত্ত্বিক পর্যালোচনা এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা রাসায়েল ম'সায়েল ২য় খন্ডে এবং তরজমানুল কুরআন আগষ্ট ১৯৫২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।]

প্রশ্নঃ সিনেমাটোগ্রাফীর ব্যাপারে আমি বহুদিন থেকে প্রবল আকর্ষণ অনুভব করছি। এ সম্পর্কে অনেক তথ্যও সংগ্রহ করেছি। আমার চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে পরিবর্তন আসার পর আমি শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্ভব হলে এ শিল্পটাকে দ্বীনি ও নৈতিক ক্ষেত্রে কাজে লাগাবার আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করি। মেহেরবানী করে ইসলামে এর কোন অবকাশ আছে কিনা জানাবেন। জবাব যদি ইতিবাচক হয়, তাহলে চলচ্চিত্রের পর্দায় নারীর ভূমিকা দেখাবার কোন জায়েয পদ্ধতি সম্ভবপর কিনা তাও জানাবেন।

জবাবঃ ইতোপূর্বে কয়েকবার আমি এ অভিমত ব্যক্ত করেছি যে, সিনেমা আসলে কোন নাজায়েয বস্তু নয়। তবে তার নাজায়েয ব্যবহার তাকে নাজায়েয করে দেয়। সিনেমা পর্দায় যে ছবি দেখা যায় তা আসলে 'ছবি' নয় বরং পরছায়া, যেমন আয়নার মধ্যে পরছায়া দেখা যায়। কাজেই তা হারাম নয়। ফিল্মের মধ্যে যে পরছায়া দেখা যায়, তা যতক্ষণ না কোন কাগজ বা অন্য কোন জিনিসের ওপর ছেপে নেয়া হয়, ততক্ষণ তাকে ছবি আখ্যা দেয়া যায় না। তাকে তেমন কোন কাজে ব্যবহারও করা যেতে পারে না যা থেকে বিরত থাকার জন্যই শরীয়তে ছবিকে হারাম গণ্য করা হয়েছে। এসব কারণে আমার মতে সিনেমা আসলে সিনেমা হিসেবে মুবাহ।

www.pathagar.com

এবার এ শিল্পটি শেখার ব্যাপারে বলা যায়, এ ক্ষেত্রে এমন কোন কারণ নেই যার ভিত্তিতে আপনাকে এ থেকে বিরত থাকতে বলবো। এ ব্যাপারে আগ্রহ থাকলে আপনি এটা শিখতে পারেন বরং ভালো ও কল্যাণমূলক কাজে একে ব্যবহার করার নিয়ম থাকলে অবশ্যি এটাকে আয়ত্ব করে ফেলুন। কারণ এটা আল্লাহর বিভিন্ন শক্তির অন্তর্গত একটা বড় শক্তি। আমরা অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির সাথে একেও সত্যের সেবা ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাই। আল্লাহ এ দুনিয়ায় যতগুলো জিনিস পয়দা করেছেন, সবই মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে পয়দা করেছেন। এর চাইতে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে যে, শয়তানের বান্দারা একে শয়তানী কাজে খুব ভালোভাবে ব্যবহার করছে আর আল্লাহর বান্দারা একে আল্লাহর কাজে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকছে।

ফিল্মকে ইসলামী কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, অশ্লীলতা, নগ্নতা, অপরাধপ্রবণতা ও যৌন আবেদনমুক্ত চিত্র কলা সততা, সৎবৃত্তি ও কল্যাণকামিতার শিক্ষা দেয়াই যেসব চিত্রের আসল উদ্দেশ্য তেমন ধরনের কোন সামাজিক, নৈতিক, সংস্কারমূলক ও ঐতিহাসিক চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে বাহ্যত কোনো দোষ দেখা যায় না; কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এর মধ্যে বড় বড় দু'টি দোষ দেখা যায়। এ দোষ দুটির সংশোধন কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

একঃ নারী চরিত্র বিবর্জিত কোনো সামাজিক চিত্র নির্মাণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর চিত্রের মধ্যে নারী চরিত্র রাখতে হলে দুটি অবস্থাই সম্ভবপর। একটি হচ্ছে, এ চিত্রে নারীই অভিনয় করবে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নারীর পার্টে কোন পুরুষ অভিনয় করবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর কোনোটিই জায়েয নয়।

দুইঃ কোনো সামাজিক নাটক অভিনয় ছাড়া মঞ্চায়িত হতে পারে না। আর অভিনয়ের মধ্যে একটি বিরাট নৈতিক ত্রুটি ও ক্ষতি রয়েছে। অভিনেতা দিনের পর দিন বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে করতে

www.pathagar.com

অবশেষে নিজের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পূর্ণ না হলেও বেশীর ভাগ হারিয়ে বসে। এভাবে চলচ্চিত্রায়িত নাটকগুলোকে আমরা সমাজ সংস্কার ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে ব্যয় করতে চাইলেও সেখানে অবশ্য আমাদের একদল লোককে এ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে তৈরী করতে হবে যে, তারা অভিনেতার পেশা গ্রহণ করে নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্র বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হবে। অর্থাৎ অন্য কথায় বলা যায়, তারা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে কোরবানী করে দেবেন। আমি জানি না, সমাজের কল্যাণের স্বার্থে অথবা অন্য কোনো পবিত্রতর ও উন্নততর স্বার্থে কোন মানুষের কাছ থেকে তার ব্যক্তিত্বকে কোরবানী বা বিসর্জন দেবার দাবী কেমন করে করা যেতে পারে। ধন, প্রাণ, আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি প্রত্যেকটি বস্তুই কোরবানী করা যেতে পারে এবং পবিত্রতর ও উন্নততর উদ্দেশ্যে এগুলো কোরবানী করা উচিতও। কিন্তু পূর্বোক্ত কোরবানীটি অন্য কারোর জন্য দাবী করা তো দূরের কথা আল্লাহ নিজেও নিজের জন্য এ দাবী করেননি।

এসব কারণে আমার মতে সিনেমার শক্তিকে চলচ্চিত্রায়িত নাটকের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে না। তারপর প্রশ্ন দেখা দেয় এ শক্তিটিকে আর কোন্ কাজে ব্যয় করা যেতে পারে? এ ক্ষেত্রে আমার জবাব হচ্ছে, নাটক ছাড়া আরো বহু বিষয় রয়েছে যেগুলো ফিল্মে দেখানো যেতে পারে। নাটকের তুলনায় এগুলো অনেক বেশী উপকারী ও কল্যাণমুখীও। যেমন ভৌগোলিক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমরা দেশের জনগণকে পৃথিবীর এবং এর বিভিন্ন অংশের ও এলাকার অবস্থার এমন ব্যাপক ও বিস্তারিত জ্ঞান দান করতে পারি যার ফলে মনে হবে যেন তারা সারা দুনিয়া সফর করে এসেছে। অনুরূপভাবে আমরা বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন দেশের জনগণের জীবনের অসংখ্য দিক তাদের সামনে তুলে ধরতে পারি, যা থেকে তারা অনেক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে এবং তাদের দৃষ্টিভংগিও হয়ে ওঠবে ব্যাপকতর।

আকাশ বিজ্ঞানের অদ্ভুত বিস্ময়কর আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণগুলো আমরা এমন আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে তুলে ধরতে পারি যা একবার দেখার পর লোকেরা যৌন আবেদনমূলক ফিল্মের কথা ভুলে যাবে। আবার এ

www.pathagar.com

ফিল্মগুলোকে এত বেশী শিক্ষণীয় করাও যেতে পারে, যার ফলে মানুষের মনে তাওহীদ ও আল্লাহর ভয় চিরকালের জন্য দাগ কেটে বসে যাবে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগকে আমরা সিনেমার পর্দায় এমনভাবে পেশ করতে পারি, যার ফলে জনগণ তার মধ্যে বিপুল আকর্ষণ অনুভব করবে এবং তাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের দেশের যে কোনো বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েটের পর্যায়ে উন্নীত হবে।

আমরা পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য রক্ষা ও নাগরিক দায়িত্বের শিক্ষা দিতে পারি বড়ই **আকর্ষণীয়** পদ্ধতিতে। এর ফলে আমাদের গ্রামীণ ও শহুরে জনগণের তথ্য-জ্ঞানের পরিসরই কেবল বেড়ে যাবে না বরং তারা পৃথিবীতে মানুষের মতো বাঁচতেও শিখবে। এ প্রসংগে দুনিয়ার উন্নত দেশগুলোর ভালো ভালো ও প্রয়োজনীয় নমুনাও আমরা লোকদের দেখাতে পারি। এ সব থেকে তারা নিজেদের ঘর-গৃহস্থালী, পল্লী ও সমাজ জীবনকে গোছাবার ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার শিক্ষা পাবে।

আমরা বিভিন্ন শিল্প পদ্ধতি, বিভিন্ন কারখানার কাজ, বিভিন্ন বস্তু তৈরী করার কৌশল ও উন্নত কৃষি পদ্ধতি সিনেমার পর্দায় দেখাতে পারি। এর ফলে আমাদের শিল্পজীবী ও কৃষিজীবী জনতার জ্ঞানের বহর বেড়ে যাবে এবং তাদের কাজের মানও অনেক উঁচুতে ওঠবে।

সিনেমার মাধ্যমে আমরা বয়স্ক শিক্ষার কাজও হাতে নিতে পারি। এ কাজটিকে আমরা এত বেশী আকর্ষণীয় করতে পারি যার ফলে অশিক্ষিত জনতা এটাকে আর ঝামেলা মনে করবে না।

এর মাধ্যমে আমরা জনগণকে যুদ্ধ শিক্ষা দিতে পারি, সিভিল ডিফেন্স, গেরিলা যুদ্ধ, শহরের পথেঘাটে ও গলিতে প্রতিরক্ষামূলক ও বিমান আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষার এমন শিক্ষা দিতে পারি যার ফলে নিজের দেশের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞানে জ্ঞানবান হতে পারে। তাছাড়া স্থল, বিমান নৌযুদ্ধের যথার্থ চিত্রও তাদের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে। এতে তারা যুদ্ধের সম্ভাব্য অবস্থা সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই অবহিত হতে পারে।

www.pathagar.com

এধরনের আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিনেমাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় রাষ্ট্রীয় শক্তি ও তার উপায়-উপকরণ এর পেছনে না থাকলে এর মধ্যে কোনোটাই সফলকাম হতে পারবে না। এ জন্য প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে প্রেম ও যৌন আবেদনমূলক চলচ্চিত্রগুলো প্রথমেই বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ তাদের এ মদের নেশা জবরদস্তি না ছাড়াতে পারলে অন্য কোনো পানীয় তাদের মুখে স্বাদ দেবে না। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনটি হচ্ছে প্রথম অবস্থায় শিক্ষামূলক কল্যাণধর্মী ফিল্ম নির্মাণ করতে হবে সরকারের নিজের টাকায় এবং তা জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর যখন ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ফিল্মটি সফলকাম হবে, তখনই বেসরকারী পুঁজি এগিয়ে যাবে। (তরজমানুল কুরআন, আগষ্ট ১৯৫২)[১]

১. রাসায়েল ও মাসায়েলঃ ২য় খন্ড, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীঃ পৃষ্ঠাঃ ২৪৩-২৪৭, প্রকাশকঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

www.pathagar.com

আল্লামা ইউসুফ আল কারদাভীর অভিমত
সিনেমা দেখা

এ কালের সিনেমা-থিয়েটার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ কি, সিনেমা থিয়েটারে প্রবেশ করা ও দেখা মুসলমানদের জন্য জায়েয কিনা, তা অনেকেই জানতে চান।

সিনেমা-থিয়েটার ও এ ধরনের অন্যান্য জিনিস যে চিত্তবিনোদনের বড় মাধ্যম, তা অস্বীকার করা যায় না। সেই সাথে এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, এসব আধুনিক মাধ্যমকে ভাল ও মন্দ উভয় ধরনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সিনেমা ফিল্মে মূলত ও স্বতঃই কোনো দোষ বা খারাপী নেই। তা কি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা দিয়ে কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চাওয়া হচ্ছে, সেটাই আসল প্রশ্ন। এ কারণে এই গ্রন্থকারের মতে সিনেমা বা ফিল্ম ভাল ও উত্তম জিনিস। নিম্নোদ্ধৃত শর্তসমূহ সহকারে কাজে লাগালে তা খুবই কল্যাণকর হতে পারে।

প্রথমত যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে তার দ্বারা প্রতিবিম্বিত ও প্রতিফলিত করা হয়, তা যেন নির্লজ্জতা-নগ্নতা-অশ্লীলতা ও ফিস্‌ক-ফুজুরী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও যেন ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, শরীয়ত ও তার নিয়ম-কানুনের পরিপন্থী না হয়। উপস্থাপিত কাহিনী যদি দর্শকদের মধ্যে হীন যৌন আবেগ জাগরণকারী, গুনাহের কাজের প্রবণতা সৃষ্টিকারী, অপরাধমূলক কাজে উদ্বুদ্ধকারী

www.pathagar.com

কিংবা ভুল চিন্তা-বিশ্বাস প্রচলনকারী হয়, তাহলে এ ধরনের ফিল্ম অবশ্যই হারাম। তা দেখা কোনো মুসলমানের জন্যই হালাল বা জায়েয নয় কিংবা দেখার উৎসাহও দেয়া যেতে পারে না।১

দ্বিতীয়ত, কোনরূপ দ্বীনী ও বৈষয়িক দায়িত্ব পালনের প্রতি যেন উপেক্ষা প্রদর্শিত না হয়। বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায-যা মুসলিম মাত্রের উপরই ফরয-আদায় করতে কোন বিঘ্ন দেখা না দেয়। ছবি দেখার কারণে নামায-বিশেষ করে মাগরিবের নামায যেন বিনষ্ট না হয়। তা হলে তা দেখা কিছুতেই জায়েয হবে না। তাহলে তা কুরআনের এ আয়াতের আওতার মধ্যে পড়বেঃ

فَوَيلٌ لِّلمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُم عَن صَلَاتِهِم سَاهُونَ *

(سورة الماعون)

"ধ্বংস সেসব নামাযীর জন্য, যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফিল বা উপেক্ষা প্রদর্শনকারী।"

এ আয়াতের (سَاهُونَ) শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, নামায সময়মত না পড়লেই তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয় আর পূর্বে উদ্ধৃত আয়াতে মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার অন্যতম কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, এ দুটো কাজ আল্লাহর যিকির ও নামায ইত্যাদি থেকে বিরত রাখে, সে দিকে মনোযোগী হতে দেয় না।

---

১. আমাদের দেশে যে সব সিনেমা প্রদর্শিত হয়, তাতে এ সব ভুল ও মারাত্মক উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত কোন ফিল্ম হয় বলে মনে করা যায় না। সাধারণত যুবক-যুবতীদের প্রেম ও নারী নিয়ে দ্বন্দ্ব-এসবই ফিল্মের আসল প্রতিপাদ্য। সুন্দরী নারীদের রূপ ও যৌবন প্রদর্শনই এ গুলোর প্রধান উপজীব্য, চাকচিক্য ও আকর্ষণ। সেই সাথে থাকে চিত্তহারী নৃত্য ও সঙ্গীত। সিনেমার প্রেমহারা লজ্জা-শরম বিধ্বংসী ও চরিত্রহানিকর কথোপকথন ও গান গোটা পরিবেশকে পুঁতিগন্ধময় করে রাখছে। সত্য বলতে কি, বর্তমানের সামাজিক ও নৈতিক বিপর্যয়ের মূলে এ কালের এ ছবি-সিনেমার অবদান অনেক বেশী। কাজেই তা কোনক্রমেই জায়েজ হতে পারে না। তবে কোন ফিল্ম যদি বাস্তবিকই এসব কদর্যতামুক্ত ও কল্যাণময় ভাবধারা সম্পন্ন হয়, তবে তাতে কোন আপত্তি থাকার কথ নয়।-অনুবাদকঃ মাওলানা আব্দুর রহীম।

www.pathagar.com

তৃতীয়ত, সিনেমা দর্শকদের কর্তব্য ভিন্ ও গায়র মুহার্‌রম নারীদের সাথে সর্বপ্রকার সংমিশ্রণ বা ঢলাঢলি পরিহার করে চলা, এ ধরনের স্থান বা অবস্থা এড়িয়ে চলা উচিৎ। কেননা তাতে মানুষের নৈতিক বিপদ ঘটতে পারে, সে জন্য লোকদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে বিশেষত এ কারণে যে, সিনেমা সাধারণত অন্ধকারেই দেখা হয়। পূর্বে এ হাদীসটি এক স্থানে উদ্ধৃত হয়ে থাকলেও এখানেও তা স্মরণীয়ঃ

لَأَن يُّطعَن فِي رَأسِ أَحَدِكُم بِمَخِيطٍ مِن حَدِيدٍ خَيرٌ لَّهُ مَن أن يَّمَسَّ إمرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَّهُ

(الحديث : بيهقى . طبرانى)

"তোমাদের কারোর মস্তকে সূ'চ বিদ্ধ হওয়াও কোন অ-হালাল নারী স্পর্শ হওয়ার তুলনায় অনেক উত্তম।" ১

১. (ইসলামে হালাল-হারামের বিধানঃ আল্লামা ইউসুফ আল কাদাভী- অনুবাদঃ মওলানা আঃ রহীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত পৃঃ ৪৭০-৪৭২)

www.pathagar.com

নৃত্য ও যৌন শিল্পকর্ম

প্রবল যৌন উত্তেজক নৃত্যকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না। অনুরূপভাবে এমন কাজেও ইসলামের অনুমোদন নেই, যা মন-মেজাজে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। অশ্লীল গান, নির্লজ্জ অভিনয় এবং এ ধরনের অন্যান্য অর্থহীন কাজকর্ম এ পর্যায়ে পড়ে। বর্তমানে একে যদিও Art বা শিল্পকলা-এ লোভনীয় নামে অভিহিত করা হয় এবং তাকে উন্নতি অগ্রগতি লাভের জন্য অপরিহার্য মনে করা হয় কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে তা চরম গুমরাহী ভিন্ন আর কিছুই নয়।

বস্তুত বৈবাহিক সম্পর্ক ভিন্ন অন্য কোনভাবেই নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষিত হয়েছে। যেসব কথা ও কাজ এ পথ উন্মুক্ত করে দেয়, ইসলামের দৃষ্টিতে তা সবই সম্পূর্ণ হারাম। কুরআন জ্বেনা-ব্যভিচার হারাম ঘোষণার জন্য যে মু'জিযা পূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, তাতেই এই তত্ত্ব নিহিত।

কুরআনের ঘোষণা হচ্ছেঃ

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً *

(الاسراء ٣٢)

"জ্বেনা-ব্যভিচারের নিকটেও ঘেষবে না। কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জ কাজ এবং খুবই কদর্য পথ ও উপায়।"

www.pathagar.com

উপরে আমরা যা যা বলেছি, উপরন্তু যেসব কথাকে লোকেরা যৌন উত্তেজক মনে করে, তা সবই এ ব্যভিচারের নিকটবর্তী করে দেয়ার উপকরণ। বরং তাই মানুষকে সেদিকে উদ্বুদ্ধ করে, তার প্রতি আকর্ষণ তীব্র করে তোলে। কাজেই এ পর্যায়ের যত কাজ আছে তা যারা করে তারা খুবই মারাত্মক কাজ করে, তাতে সন্দেহ নেই।[১]

১. (ইসলামে হালাল ও হারামের বিধানঃ আল্লামা ইউসুফ আলকারদাভী) অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুর রহীম পৃষ্ঠা ২৫০-২৬০

www.pathagar.com

গান ও বাদ্যযন্ত্র

যে কাজে সাধারণত মানুষের মন আকৃষ্ট হয়, অন্তর পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করে এবং কর্ণকুহরে মধু বর্ষিত হয়, তা হচ্ছে গান বা সংগীত। ইসলামের দৃষ্টিকোণ হচ্ছে, নির্লজ্জতা, কুৎসিত-অশ্লীল ভাষা কিংবা পাপ কাজে উৎসাহ উত্তেজনা দানের সংমিশ্রণ না থাকলে তা মুবাহ্। উপরন্তু যৌন আবেগ উত্তেজনাকর বাদ্য সংমিশ্রণ না হলে সেই সাথে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারেও কোন দোষ নেই[১]।

তবে গানের ব্যাপারে কয়েকটি জিনিসের দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

১. গানের কথা বা বিষয়বস্তু ইসলামী শিক্ষা ও ভাবধারার পরিপন্থী হতে পারবে না। মদের গুণ বর্ণনাকারী বা মদ্যপানে আমন্ত্রণকারী গান অবশ্যই হারাম, কেননা তা থেকে হারাম কাজ করার প্রেরণা পাওয়া যায়।

২. অনেক সময় দেখা যায়, গান হয়ত ইসলামী ভাবধারা পরিপন্থী নয়, কিন্তু গায়কের সংগীত-ঝংকার ও পদ্ধতি হালালের সীমা ডিঙ্গিয়ে হারামের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। যেমন খুব হাস্য-লাস্যময়ী ও লজ্জাষ্কর অংগভংগী সহকারে হেলে দুলে, নির্লজ্জতার ধরন অনুসরণ এবং হৃদয়াবেগে তুফানের উত্তেজনা ও আলোড়নের সৃষ্টি করে, লালসা উদ্দীপক ও দুর্ঘটনা সংঘটকরূপে তা উপস্থাপন করে।

---

১. এখানে সুযোগ্য গ্রন্থকার বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে সেই হাদীস উল্লেখ করেননি, যাতে প্রিয়নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন, "বাদ্যযন্ত্র মিটিয়ে ফেলার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।" বাদ্যযন্ত্র বলতে ঐ সব যন্ত্রকে বোঝায় যা দ্বারা মানুষের সুপ্ত যৌন আকাংখা জাগরিত হয়। -অনুবাদক মাওলানা আব্দুর রহীম।

www.pathagar.com

৩. দ্বীন ইসলাম সর্ব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক আচার-আচরণের বিরোধী। ইবাদতের ব্যাপারেও এই কথা। লাহ্উন-এর ব্যাপারেও কোনরূপ সীমালংঘন বরদাশ্‌তযোগ্য নয়। তাতে খুব বেশী সময় ব্যয় করা কখনই উচিত নয় অথচ সময়ই হচ্ছে জীবনের মূলধন।

সন্দেহ নেই, বৈধ কাজে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি করা হলেও প্রকৃত কর্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। এ কারণে যথার্থই বলা হয়েছেঃ

مَارَأَيتُ اِسرَافًا اِلاَّ وَ بِجَانِبِهِ حَقٌّ مُضَيَّعٌ

"বাড়াবাড়িকে আমি এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তার সম্মুখে প্রকৃত সত্য মার খেয়ে যাচ্ছে, বিনষ্ট হচ্ছে।

৪. কোন কোন গান শুনে ব্যক্তি নিজের কাছ থেকেই ফতোয়া পেয়ে যেতে পারে। সে গান শুনে হৃদয়াবেগ যদি উত্তেজিত হয়ে উঠে থাকে এবং তাকে বিপদ ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে-আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে পাশবিকতার প্রাধান্য হতে দেখা যায়, তাহলে তা অবশ্যই পরিহার করা উচিত এবং যে দুয়ার থেকে বিপদের হাওয়া আসে, তা বন্ধ করে দেয়া বাঞ্ছনীয়।

৫. এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, যে গানের সাথে মদ্যপান, ফষ্টিনষ্টি ও চরিত্রহীনতার মত কোন হারাম জিনিসের সংমিশ্রণ হয়, সে গান হারাম। এ বিষয়ে নবী করীম (সঃ) কঠিন আযাবের দুঃসংবাদ শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ

لَيَشرَبَنَّ أُنَاسٌ مِن اُمَّتِي الخَمرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيرِ إِسمِهَا يُعرَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمُ المَعَازِفُ وَالمُغَنِّيَاتِ يَخسِفُ اللّٰهُ بِهِمُ الاَرضَ وَيَجعَلُ مِنهُم القِرَدَةَ وَالخَنَازِيرَ " (الحديث)

"আমার উম্মতের কিছুসংখ্যক লোক মদ্যপান করবে এবং তার আসল নামের পরিবর্তে নতুন ও ভিন্নতর নাম রেখে দেবে। তাদের

www.pathagar.com

শীর্ষদেশে বাদ্য বাজানো হবে, গায়িকারা গান গাইবে। আল্লাহ্ যমীনে তাদের ধ্বসে দেবেন এবং ওদের কতিপয়কে বানর ও শূকর বানিয়ে দেবেন।[১]

এই কথানুযায়ী বিকৃতিটা আকার-আকৃতিতে আসা জরুরী নয়। এ বিকৃতি মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভংগীর দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ মানব দেহে বানরের আত্মা ও মানসিকতা এবং শূকরের রুহ বিরাজ করবে। অন্য কথায়, আকৃতিতে মানুষ কিন্তু প্রকৃতিতে বানর ও শূকর।[২]

---

১. মনে রাখতে হবে, গ্রন্থকার এখানে গান মোবাহ্ হওয়ার পক্ষে যা লিখেছেন তার জন্যে এমন সব শর্তের উল্লেখ করেছেন, যা পালন করা খুবই দুস্কর। অথচ আমাদের দেশে সমাজে সাধারণত যেসব গান শোনা যায় বা শুনানো হয়, যেসব ফিল্মের গান প্রচার করা হয়, তা উক্ত শর্তে উত্তীর্ণ হতে পারে না। কাজেই এগুলো জায়েজ হবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কেননা এগুলো হচ্ছে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও যৌনতা প্রচার-প্রসারের বড় মাধ্যম। নৈতিকতার জন্য তা বড়ই মারাত্মক। যুবতী সুন্দরী গায়িকারা গান গেয়ে পুরুষদের মুগ্ধ বিমোহিত করে। অথচ ইসলাম নৈতিক পবিত্রতা ও নিস্কলুষতার উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। কোন নারীর পরপুরুষের সাথে মধুমিশ্রিত মোলায়েম কণ্ঠে কথা বলাও জায়েজ রাখা হয়নি। কোরআন মজিদে তা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ভিন মেয়েলোকের মধুর কণ্ঠস্বর শোনে স্বাদ গ্রহণকে ইসলামে ব্যাভিচার বলে অভিহিত করা হয়েছে। অতএব এসব গান যে হারাম তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারেনা। তবে প্রকৃত ইসলামী ভাবধারা সৃষ্টিকারী ও জিহাদী তেজোবীর্য উদ্বোধক গানের মোবাহ হওয়াও সর্বজন স্বীকৃত। অনুবাদকঃ মাওলানা আব্দুর রহীম।

২. ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী। পৃষ্ঠাঃ ৪৬০, ৪৬৪ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত।

www.pathagar.com

আল্লামা আমীন খান রেজভীর অভিমত
ইসলামের দৃষ্টিতে নাটক

নাটকের সংজ্ঞাঃ মৌলিক সংস্কৃতি ও শিল্পকলা পদ্ধতিসমূহের একটি পদ্ধতি হল নাটক। নাটকের মাধ্যমে মানুষের শিল্পকলার ইতিহাস আরম্ভ হয়। প্রথম যুগের নৃত্য শিল্পের পর একে দলবদ্ধ শিল্পকলা পেশ করার অগ্রস্থান অধিকারী বলা হয়। নাটক শিল্প-সংস্কৃতি প্রচারের বিশেষ মাধ্যম এবং মানুষের মনে অনেক অনুস্মরণীয় পদ্ধতির তুলনায় তার প্রভাব অধিক।

নাটকের ইতিহাসঃ ৮ম খ্রীষ্টাব্দে রোম ও গ্রীক অধিবাসীগণ আনন্দ উপভোগের একটা পদ্ধতি হিসেবে তা আবিষ্কার করে। তখনকার যুগের মানব সভ্যতার ইতিহাস তাদের জীবন পদ্ধতি এবং আকীদা-বিশ্বাসভিত্তিক কাহিনীমালা পেশ করার এ পদ্ধতিকে তারা কাজে লাগায়। তারা প্রসিদ্ধ রোমান নাট্যশালা তৈয়ার করে এবং যা গ্রীষ্মকালে নাটক পেশ করার সাক্ষ্য বহন করে আসছে। পশ্চিম ইউরোপের প্রগতিকালে তা সেখানে পৌঁছে। বিশেষ করে ফ্রান্সে তার সমসাময়িক রূপ নিয়ে কুমেদিয়া (KUMEDIA) চক্রে মলিইর (MOLIERE) এবং বিলাতে সেক্সপিয়র (SHAKESPEARE) এর নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ করে।

মুসলিম দেশে অনুপ্রবেশঃ পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদীদের যুগে তাদের দেশ থেকে এ নাট্য শিল্প নতুনরূপে মুসলিম দেশসমূহে অনুপ্রবেশ করে। একমাত্র মিসর প্রথম দেশ ছিল যেখানে খৃষ্টান জর্জ আবয়াজ ও ধর্মনিরপেক্ষবাদী ইউসুফ ওয়াহাব এদের দ্বারা নাট্যশিল্প প্রচার করেছে।

www.pathagar.com

মুসলিম দেশে অনুপ্রবেশের প্রথম যুগে নাট্য শিল্পকে ইসলামের চিন্তাধারা থেকে দূরে রাখা হয়। আরবীয় ভাবধারায় নাটক আরম্ভ হয় সেক্সপিয়র এবং মুলিইরের নাটকসমূহ পেশ করার মাধ্যমে। পাশ্চাত্য কাহিনীমালাসমূহ অনুবাদ ও মঞ্চস্থ করার জন্য সর্বদা মওজুদ থাকত। তখন ইসলামী কাহিনীর উপর কোন বই লিখা বা প্রকাশ করা হয় নাই। এমন কি আরবীয় নাটকের প্রথম যুগে মুহাম্মদ হাস্‌নাইন হাইকলকৃত "জয়নাব" কাহিনী ব্যতীত নতুন কোন আরবী নাটক বই ছিল না।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আবুল কাশেম হারীরী এবং বদীউজ্জামান সামদানীর পুরাতন নাটকীয় কাহিনী সাধারণ ছাত্রদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে রেখেছিল। আঞ্চলিক ও গোত্রীয় কাহিনী–যেমন আবু যায়েদ হেলালীর গল্প ও আন্তারার বিভিষিকাময় কাহিনী যা গোত্রীয় ধ্যান ধারণার সাথে নিবদ্ধ ছিল। বর্তমানের ন্যায় তখন আরবীয় নাটক বই অথবা সাহিত্য কাহিনী আধুনিক শিল্পরূপে উপস্থিত ছিল না। তাই খৃষ্টান জর্জ আবয়াজ প্রত্যেক রাত্রে মিসরের নাট্য মঞ্চে রাজা লুয়েসের রাজত্ব কালের অভিনয় করত, আর চিৎকার করে বলত, আমরা মরছি আর ফ্রান্স জীবিত হচ্ছে।১

১. (ইসলামের দৃষ্টিতে নাটক, গান, ছবি অংগসংযোজনঃ মাওলানা আমিন খান রিজভী, মামুন প্রকাশনীঃ পৃঃ ১৭–১৮)

www.pathagar.com

ইসলামী ও অনৈসলামী দৃষ্টিতে নাটকের পার্থক্য

নাটকের মৌলিক উপাদান-উপকরণ যেমন বই ভিত্তিক কাহিনী, অভিনয়কারী, পরিচালক, নাট্যমঞ্চ-এসবই উভয় দৃষ্টিভঙ্গিতে (ইসলাম ও অ-ইসলাম) সমান। তবে মুসলিম জাতির আকিদা বিশ্বাসের ভিত্তি এবং দ্বীনী চিন্তাধারা ইসলামী নাটককে অনৈসলামী নাটক থেকে পৃথক করে দেয়।

ইসলামী দৃষ্টিতে নাটকের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যঃ

১। ইসলামী নাটকের প্রধান লক্ষ্য হতে হবে ইসলাম প্রচার। আমর বিল মারুফ (সৎকাজের নির্দেশ) নাহি আনিল মুনকার (অসৎকাজে বাধা দান) এবং আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ জনসমাজে পৌছান।

২। চিন্তাধারার দিক দিয়ে নাটক লিখক, নাটক অভিনয়কারী, পরিচালক সবারই চিন্তাধারা ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে হতে হবে। যাতে মানুষের মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করে। বেহুদা সংলাপ, অশালীন ও অশ্লীল ঠাট্টা বিদ্রুপ বর্জিত হতে হবে। তাহলে তা মর্যাদাবান, নৈতিকতা, সামাজিকতা এবং ঐতিহাসিক উচ্চমানসম্পন্ন ঘটনাবলীকে শামিল করবে। এ নাটকে ভাবের দিক হোক বা কথোপকথনের দিক হোক, তা ইসলামের সীমা লংঘন করতে পারবে না। কোরআন-সুন্নায় বর্ণিত আকিদাকে নাটক লিখকের নিজে জেনে নিতে হবে এবং মেনে নিতে হবে। এভাবে ইসলামী নাটক অপর নাটক থেকে ভিন্নতর হবে।

৩। কথোপকথনঃ ইসলামী নাটকে কথোপকথনের ধারা হবে সভ্য সুলভ, মুসলিম চরিত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ইসলামী আদব কায়দার সীমা লংঘন না করা। কোন মুসলমানের বিবেক বুদ্ধিকে ধৃষ্টতা রূপে পেশ করার অন্যায় থেকে বাঁচা। কেননা ইহা ঐতিহ্যবাহী আকিদা বিশ্বাসের ধারক মুসলিম জাতির মর্যাদা বিরোধী।

www.pathagar.com

৪। নাটক শিল্প পরিচালনা পদ্ধতিঃ যেমনভাবে পরিচালক নাটক পেশ করার পদ্ধতিতে ইসলামের সীমা পালনে বাধ্য থাকবেন, তেমনি হালাল ও জায়েয পদ্ধতি থেকে দূরে সরে হারাম পদ্ধতির দিকে নিকৃষ্ট জৈবিক ফায়েদা হাসিল করার উদ্দেশ্যে যেতে পারবেন না। ঠিক তেমনিভাবে জনসাধারণকে ইসলামী ধ্যান-ধারণার দিকে আকৃষ্ট করার পরিবর্তে অনৈতিকতার দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারবেন না। এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হলে এ নাটককে উলঙ্গপনা নাচ, অশ্লীল গান আর লজ্জাকর ধৃষ্টতাপূর্ণ দৃশ্য [যা শিল্পের প্রয়োজনের নামে চাপিয়ে দেয়া হয়, আর সমকালীন বিকৃত শিল্পীগোষ্ঠী যা জরুরী মনে করে] থাকবে না। ফলে চাকচিক্যময় ছবির মাধ্যমে হারাম ও নাজায়েযকে এবং হালাল ও জায়েযকে বিশ্রি ছবির মাধ্যমে পেশ করার দরকার হবে না। যা হবে অনৈসলামী নাটকের সম্পূর্ণ বিপরীত।[১]

(ইসলামের দৃষ্টিতে নাটক, গান, ছবি অংগসংযোজনঃ মাওলানা আমিন খান রেজভী, মামুন প্রকাশনীঃ পৃঃ ৩৬-৩৭)

www.pathagar.com

ইসলামী নাটকের প্রভাব

উপরোল্লিখিত শর্তাবলী ও ইসলামী আকিদা বিশ্বাস চরিত্রবান ও সংস্কৃতিকে সামনে রেখে ইসলামের গৌরবময় ইতিহাসের অংশ থেকে "সালাহুদ্দীন" নামক প্রথম নাটক লিখেন বর্তমান শতাব্দীর ৪র্থ দশকে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ ইমাম হাসানুল বান্না (রঃ)'র বড় ভাই জালাল আবদুর রহমান আসসায়াতী। সমকালীন ইসলামী আন্দোলনের নেতাগণ জনসাধারণের মনে ইসলামী আন্দোলনের প্রভাব বিস্তার ও প্রচার কাজে এর গুরুত্ব অনুধাবন করেন। তারা নিকৃষ্টতর আমেজে পূর্ণ নাটকের নেতিবাচক পথ পরিহার করে পরিপূর্ণ ইতিবাচক কার্যের মাধ্যমে সমকালের নাট্য শিল্পের পূর্ণ মোকাবিলা করেছিলেন। সে সময়ে শিল্পভিত্তিক পদ্ধিতিতে ইসলামী চিন্তার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণাকে সুদূর প্রসারী দিক দিগন্তে বিস্তৃতি লাভ করার পথে অগ্রসর করে দিয়েছিল। তখন যা পেশ করা হত, তা জাতির মন-প্রাণও আকিদা-বিশ্বাসের নিকটতম বস্তু ছিল। বিশেষ করে ফিলিস্তিন সমস্যা নিয়ে তখন যেখানে সেখানে মানুষ কান খাড়া করে রাখত এবং এ নিয়ে কানাঘুষা করত। মিসরের ইতিহাসে তখন ভয়াবহ রাজনৈতিক উলটপালট-বিশেষ করে জামাল আবদুন নাসেরের আরব জাতীয়তাবাদের উত্থানকালে মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করেছিল। এ স্বতঃস্ফূর্ত সচেতন ইসলামী সংস্কৃতিকে মিসর সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল এবং মুসলিম মিল্লাতের অন্যান্য সমস্যার সাথে একে শৈশবকালেই হত্যা করল। আর সুযোগ দেয়া হল নিকৃষ্টতম অশ্লীল

www.pathagar.com

নাটক চালু করার ব্যাবস্থাকে। আনোয়ার সাদাতের যুগের প্রথম থেকেই এর লালন-পালন চলতে থাকে।

বর্তমানে ইসলামী পুনর্জাগরণের কর্মীদের পত্র-পত্রিকার লেখা দেখে মনে হয় ইসলামী নাটক এবং ইসলামী আন্দোলন আবার দানা বেঁধে ওঠবে ফেরাউনের দেশ মিসরে।[১]

---

১. (ইসলামের দৃষ্টিতে নাটক, গান, ছবি অংগ সংযোজনঃ মাওলানা আমিন খান রেজভী, মামুন প্রকাশনীঃ পৃঃ ৩৭, ৩৮)

N. B: নাটক ও সিনেমা সম্পর্কে রাবেতাতুল আলমে ইসলামী মক্কা, দারুল ইফতা রিয়াদ, সৌদী আরব এবং কুয়েতের আওকাফ ও ইসলামিক এফেয়ার্সের ফতুয়া সম্পর্কে জানতে হলে ইসলামের দৃষ্টিতে ছবি, গান, নাটক অংগ সংযোজনঃ মাওলানা আমিন খান রিজভী রচিত বইটি পড়া একান্ত প্রয়োজন।

www.pathagar.com

মিসরের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও প্রযোজক হাসান ইউসুফের একটি সাক্ষাতকার

(সৌজন্যঃ আল্ ইসলাহ ২৩৩/১৫-২১-০৪-৯৩ কুয়েত।)

সিনেমা ও শিল্পকলা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগী কি? ইসলামের দৃষ্টিতে তা কি সম্পূর্ণ ঘৃণীত ও বর্জনীয়? এ থেকে কি সর্বদাই দূরে থাকা উচিত না এ সম্পর্কে ভিন্ন কোন মত রয়েছে? এ কি সত্যিই নৈতিকতা বিধ্বংসী একটি গণমাধ্যম? একি মূলত একটি ধারকের ইচ্ছা ও মর্জির পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগযোগ্য বিশেষ কোন হাতিয়ার? এসব প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার।

আধুনিক বিশ্বের প্রচার মাধ্যমগুলো যখন শিল্পকলার কাছে পণবন্দী, ভাবী বিশ্ব যখন তার করাল গ্রাসে নিপতিত, যার বিভীষিকা প্রতিটি ঘরে ঘরে সম্প্রসারিত, শয়নে স্বপনে, চলনে-বলনে ভবিষ্যত বংশধর যার শিকারে পরিণত এ পরিস্থিতিতে চিত্রকলা (Art) সম্পর্কে এসব প্রশ্নের উত্তর নিঃসন্দেহে চিন্তা জগতের অতী গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি উদ্‌ঘাটনের পথ সুগম করবে।

উপরোক্ত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই আরব বিশ্বের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও সিনেমা প্রযোজক উস্তাদ হাসান ইউসুফের একটি সাক্ষাতকার আমরা গ্রহণ করি। এখানে উল্লেখ্য, উস্তাদ হাসান ইউসুফ এখনও নিজেকে চিত্রজগত থেকে বিচ্ছিন্ন করেননি বরং এই জগতে তিনি সক্রিয় রয়েছেন এবং এ অবস্থায়ই তিনি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই মাধ্যমকে কাজে লাগানোর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পাঠক ও গবেষকদের সমীপে এই মুল্যবান সাক্ষাতকারটি পেশ করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

হাসান ইউসুফঃ

শিল্পীদের জন্য শিল্পাচার্য খ্যাতি অর্জন একটি বিশেষ আকর্ষণ। প্রথম জীবনে সুখ্যাতি অর্জনের মোহে তারা মোহাবিষ্ট হয়। দর্শকদের কাছে প্রিয় ও প্রশংসিত হওয়ার জন্য তারা হয়ে উঠে কর্মচঞ্চল। উঠতি বয়সের শিল্পীরা তাই শিল্পকলার ক্ষতিকর দিকের প্রতি হয়ে যায় অন্ধ। সাধারণত বয়স বাড়ার কোন এক পর্যায়ে কর্মজীবনের অতীত রেকর্ড পর্যালোচনা করে যখন দোষ-ত্রুটিগুলো বুঝতে পারে তখন সংশোধনের পথও অনেকের জন্যে খোলা থাকেনা।

আল্লাহর রহমতে আমার চলচ্চিত্র জীবনে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ নাশের এমন কোন প্রযোজনায় আমি অংশ নেইনি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যে পরিবেশে ও সমাজে থেকে এসব কাজ আঞ্জাম দিয়েছি তাতে নিজেকে কোনভাবেই নিস্পাপ মনে করতে পারিনা। কারণ, বর্তমান শিল্পে অবস্থান করে যে যতই চেষ্টা করুকনা কেন, সে গোমরাহী থেকে বাঁচতে পারবেনা। কারণ, তাকে কোন না কোন বিশেষ অবস্থায় নৃত্যরতা গায়িকা বা বেপর্দা শিল্পীর সাথে প্লেতে অংশ নিতেই হয়।

আল্লাহর প্রশংসা করে শেষ করতে পারবনা যে, আমাকে তিনি সর্বদাই এ জাতীয় প্রোগ্রামে অংশ নেয়া থেকে রক্ষা করেছেন। বিশেষ করে ১৯৮২ সালে আমি এবং আমার সহকর্মী ও স্ত্রী শামসুল বারুদী সহ ওমরাহ পালনে সমর্থ হই, তখন থেকেই শিল্প জীবনের আত্মসমালোচনা ও প্রচলিত চিত্রজগতের বিভীষিকা সম্পর্কে নতুন ভাবে পর্যালোচনা করতে শুরু করি। প্রজ্ঞা ও বুৎপত্তি সম্পন্ন উলামায়ে কিরাম ও পন্ডিত ব্যক্তিগণের সাথে চিত্রজগতের বিভিন্ন দিকের উপর দীর্ঘদিন আলোচনা ও পর্যালোচনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হই যে-

"মূলতঃ শিল্প ও চিত্রকলা কোন দোষণীয় বিষয় নয়, প্রকৃতপক্ষে এটা হলো একটা দুধারী তলোয়ার, যাকে সমাজ বিধ্বংসী চরিত্র হননের মাধ্যম হিসেবে খোদাদ্রোহী কাজেও যেমন ব্যবহার করা যায়, তেমনি সমাজ সংস্কার ও আদর্শ প্রচারের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।"

www.pathagar.com

যাদের জন্য হারাম

নাট্য শিল্প ও চিত্রকলার ইসলামী দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলিমদের সাথে গভীর মত বিনিময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ইসলাম সম্পর্কে যে জ্ঞান আহরণের সৌভাগ্য লাভ করেছি তার আলোকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রচলিত নাট্যকলাতে মেয়েদের অংশ নেয়া হারাম, তাতে সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে যত সাফাই ও যুক্তি পেশ করা হোক না কেন, আমি এ সিদ্ধান্তে অটল। কারণ, প্রচলিত পদ্ধতিতে মেয়েদের বিভিন্ন সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে অত্যন্ত নগ্নভাবে পর পুরুষদের সামনে অভিনয়ে অংশ নিতে হয় এবং অভিনয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে মহিলা ও পুরুষ পরস্পরকে প্রকাশ্যভাবে এই বলে ঘোষণা দেয় যে "আমি তোমাকে ভালবাসি" এমন কি কোন কোন অভিনয়ের ক্ষেত্রে পরস্পরকে আনুষ্ঠানিক বিবাহের ঘোষণাও দিতে হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন অভিনয়ে নানা প্রকার অশ্লীলতা বিদ্যমান থাকার কারণে বিশেষজ্ঞ উলামা বর্তমান পদ্ধতির নাট্যকলা ও চিত্র শিল্পে মেয়েদের অংশ নেয়াকে সরাসরি হারাম বলে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। সাধারণভাবে ও স্বাভাবিক অবস্থায় যা মুসলমানদের জন্য হারাম অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তা হারাম না হয়ে পারেনা। স্বাভাবিকভাবে কোন বেগানা নারী ও পুরুষের পারস্পরিক আদর, সোহাগ আলিঙ্গন এবং প্রেম নিবেদন ও প্রদর্শন যেমন হারাম, ঠিক নাটকেও তেমনি তা হারাম।

এসব ফতোয়া ও শরীয়তের দৃষ্টিতে নাট্যশিল্পের বিভিন্ন দিকগুলো ভালভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেই আমার স্ত্রী শামসুল বারুদী অভিনয়ের জগত থেকে বিদায় নেয়। এটা আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী।

কিন্তু নাট্যশিল্প ও চিত্রজগত থেকে যেভাবে আমার ফিরে আসা দরকার ছিল তা করতে পারিনি। সে জগতে একান্ত ঘৃণাভরেই অবস্থান করছিলাম। যদিও আমি চরিত্রনাশা ও অশ্লীলতা-নগ্নতার প্রসারমূলক কোন বিশেষ অভিনয় ও প্রযোজনায় কখনও অংশ নেইনি। এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে এমন সময় অবগত হয়েছি যখন জীবনের বিরাট অংশ এ জগতে বিলীন করে দিয়েছি অবশ্য পরবর্তী সময়ে এ জগত

www.pathagar.com

থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে আনতে থাকি। বলতে আমার দ্বিধা নেই, চিত্র ও নাট্যজগতে আমি আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি এবং ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য কোন কিছুই করিনি। এ সত্যকে খোলা মনে স্বীকার করি। তাই প্রচলিত নাটক ও চিত্রকলা থেকে আস্তে আস্তে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেই। চরিত্রহীনতা ও নগ্নতা বিস্তারের হাতিয়ার নাট্যশিল্প ও চিত্রকলার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মনোনীত সংশোধন ও গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করা যায় কিনা সে সম্পর্কেই চিন্তা-ভাবনা ও কাজ শুরু করে দেই। টিভিতে সম্প্রচারের জন্য ধারাবাহিক সিরিজ তৈরী করি এবং বাচ্চা ও শিক্ষকদের ইসলামী মূল্যবোধ সংক্রান্ত চরিত্র গঠনমূলক ও শিক্ষা সংক্রান্ত সিনেমা তৈরী করারও প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। তাছাড়া এর সাথে সাথে "আফগান মুজাহিদ" ও ইসলামী মুজাহিদ এর উপর ২টা ফিল্ম ইতিমধ্যে তৈরী করে ফেলেছি। এগুলো বাচ্চাদের জন্য একাধারে আকর্ষণীয় ও ইসলামী শিক্ষা গ্রহণে অত্যন্ত সহায়ক ও চিত্তাকর্ষক হবে।

আল্-ইসলাহঃ

প্রশ্নঃ আপনিতো প্রথম জীবনে এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ ব্যাপারে সরাসরি যে প্রশ্ন করতে চাই তা হচ্ছে চিত্র শিল্পই যে প্রধানতঃ আরব বিশ্বের চারিত্রিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

অভিনেতা হাসান ইউসুফঃ

প্রশ্নটিতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি নিজেকে ডিফেন্স দিচ্ছিনা। কিন্তু একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, চিত্র শিল্পের এ চরিত্র বিধ্বংসী প্রলয়ের পরও কেন আমি এ জগত থেকে নিজেকে আলাদা করে নেইনি?

আমার স্ত্রী শামসুল বারুদীর চিত্র জগত থেকে বিদায় নেয়াটা সঠিক সিদ্ধান্ত বলে আমি মনে করি। আমি নিজেও এ জগত থেকে বিদায় নিয়ে অন্য কাজে আত্মনিয়োগ করার কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু বন্ধুবান্ধবের

www.pathagar.com

পরামর্শেই শেষ পর্যন্ত এ জগতেই রয়ে গেলাম। তাদের কথা হলো, হাট-বাজার ও মসজিদ স্বাভাবিক কারণেই জমজমাট। কিন্তু ইসলামী অভিনেতাদের সংখ্যা তো নেই বললেই চলে। তুমিও যদি এ ময়দানে কাজ না করে চলে আস তাহলে এ ময়দানে কাজ করবে কে? তাদের পরামর্শে এ ময়দানেই অবস্থান নিয়ে প্রচলিত চিত্রশিল্পকে সংশোধন করার সাথে সাথে আদর্শিক ও গঠনমূলক ফিল্ম তৈরীর সিদ্ধান্ত নেই। যেন সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সময় উপযোগী সমাজ সংস্কার ও গঠনমূলক ফিল্ম তৈরী করতে পারি। এজন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। যেন সমাজ ও চরিত্র বিধ্বংসী নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ফিল্মের মোকাবিলা করা যায়। যদি এ কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারি তাহলে মনে করব যে, আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

চরিত্র বিধ্বংসের কথা যা বলছেন, তার জন্য দায়ী চরিত্রহীনরাই। যে ব্যক্তি মসজিদকে পেছনে ফেলে মেয়েদের দোকানে প্রবেশ করে তার চরিত্রহীনতার জন্য কি সে নিজেই দায়ী নয়? আরব যুবকদের নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য যেমন মিসরীয় প্রযোজকরা দায়ী তেমনি তার চেয়ে বেশী দায়ী দেশের অসাধু ফিল্ম ব্যবসায়ীরা-যারা পরিকল্পিতভাবে অঢেল প্রেট্রো ডলারের বিনিময়ে অশ্লীল ফিল্ম মিসরীয় প্রযোজকদের দ্বারা তৈরী করিয়ে থাকে। সত্যিকার অর্থে মিসরীয় চিত্রশিল্প এসব অসাধু ফিল্ম ব্যবসায়ীদের চক্রান্তের শিকার। তবে আমি এটা অস্বীকার করছিনা যে, এজন্য মিসরীয় প্রযোজকরা দায়ী নয়। তারা এ মিথ্যা আশায় আত্মতৃপ্তি পাচ্ছে যে, এর জন্য দায়ী এসব ফিল্ম ব্যবসীয়রা-যারা এটা তৈরী করাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে তারাও যে দায়ী তা তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেনা।

আল্-ইছলাহঃ

অশ্লীলতা ও নগ্নতার মাধ্যমে চরিত্র ধ্বংসের জন্য যে, চিত্রশিল্পী ও প্রযোজকরাই দায়ী এ ব্যাপারে তো সন্দেহ নেই। যেহেতু প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী এটা ভাল করে জানেন যে, সমস্ত ফিল্মে একজন অভিনেতা ও একজন অভিনেত্রী মূল ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করে। তাহলে অভিনেতারাই যে চরিত্র বিধ্বংসিতার জন্য

www.pathagar.com

দায়ী আপনি কি করে আবিষ্কার করবেন?

হাসান–ইউসুফঃ

আমি অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দায়িত্বমুক্ত বলতে চাচ্ছিনা। তবে এটাও ঠিক যে, যখন পেটের দায়ে বা কর্মসংস্থানের তাগিদে একান্তই বাধ্য হয়ে একজন এ পেশাতে নিয়োজিত থাকে তখন তাকে অনুসরণ না করে অন্যান্যের ঘৃণাই করা দরকার। এটা যেমন যুক্তিসংগত তেমনি মিসরীয় অভিনেতা ও প্রযোজকদের বলতে চাই যে,আপনারা চক্রান্তকারীদের অদৃশ্য হস্তের ইংগিতে পরিচালিত হয়ে চিত্রশিল্পকে জাতি ধ্বংসের মত জঘণ্য ও আত্মঘাতি কাজে ব্যবহার করবেন না। প্রকৃতপক্ষে চিত্রশিল্প যারা নিয়ন্ত্রণ করছে তারা বিদেশী চক্রের সুসংগঠিত দল। তারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারসাজির সাথে আদর্শিক চেতনা ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করার কাজে মেতে উঠেছে। আমি আলোচনার এক পর্যায়ে একথাও উল্লেখ করেছি। তবে সাথে সাথে আমি ঐসব অভিনেতা ও প্রযোজকদের কাছে আবেদন রাখতে চাই যে, এসব চরিত্র ও নৈতিকতা বিধ্বংসী প্রযোজনার স্থলে আদর্শিক মূল্যবোধ সম্পন্ন এমন উন্নতমানের ফিল্ম কি আপনাদের দ্বারা তৈরী করা সম্ভব নয় যা দিয়ে সমাজ সংশোধন হবে এবং আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন? এটা জরুরী নয় যে, আপনারা আমার ডাকে সাড়া দিয়ে সাথে সাথেই হাদীস–কোরআনের সবক দেয়ার জন্য বসে যাবেন বরং কমপক্ষে তা এতটা সম্ভব যে, নগ্নতা ও অশ্লীলতার স্থলে এমন চিত্র উপস্থাপন করা যাতে ইসলামী আদর্শ, মূল্যবোধ ও চেতনা সংক্রান্ত দিকগুলো প্রকাশ পায়। বিশেষ করে ঐ সকল মিসরীয় চিত্রতারকাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, তাঁরা যদি ধ্বংসের পথ পরিহার করে আল্লাহর পথে ফিরে আসেন, তাহলে ইহকাল ও পরকালে মঙ্গল হবে। কারণ এখানে তারাই মূলতঃ চরিত্র বিধ্বংসী জঘণ্য কাজের জন্য দায়ী। আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি তিনি যেন চিত্র শিল্পের উচ্ছৃংখলতা ও নগ্নতার অভিশাপ থেকে জাতিকে রক্ষা করে হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করুন।

www.pathagar.com

আল্-ইসলাহঃ

টিভিতে প্রডিউসার হিসেবে সম্পূর্ণ নতুন করে কাজ শুরু করা, প্রচলিত চিত্রজগতের নগ্নতা ও অশ্লীলতার বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে চিত্রশিল্পকে গঠনমূলকভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি চিত্রশিল্পকে ইসলামী করণের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কেও কিছু বলবেন কি?

হাসান ইউসুফঃ

কোন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করার পরিবর্তে অযথা আস্ফালন ও শুধু কথামালার মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি লাভ করাকে আমি মোটেও পছন্দ করিনা।

যেমন **ধরুন**, কোন এক জায়গায় এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এক অধিবেশনে মিলিত হই। .সেখানে প্রচারচিত্র, শিল্পকলা, সিনেমা ও নাট্যকলার মাধ্যমে ইসলামের **সুমহান** আদর্শে কুঠারাঘাত ও ইসলামী শিক্ষার মুলোৎপাটন করার ফ্রি-ম্যাসন ও ইহুদী ষড়যন্ত্রের ভয়াবহতার বিষয় বিষদ আলোচনা করা, ভবিষ্যত বংশধরদের ইহুদীবাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও সার্বিকভাবে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা, চিন্তা-চেতনা ও নৈতিকার হিফাজতের জন্য ইসলামের দৃষ্টিতে ফিল্ম তৈরীর মাধ্যমে মোকাবেলা করার গরম গরম সিদ্ধান্তও নেয়া হয়, কিন্তু এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বেলায় দেখা গেল যে, সবাই নিষ্ক্রীয় ও নির্বাক। বলার বেলায় বিরাট বিষয় চিন্তা-চেতনার দার্শনিক বক্তৃতা ও পরামর্শ যেন নিষ্ফল অশ্ব ডিম্বাকারে পরিণত হলো।

এসব অযথা চিন্তা গবেষণার নিষ্ফল প্রচেষ্টার বিপরীতে পাশ্চাত্যের প্রযোজনা মাধ্যমগুলো আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ বিধ্বংসী অগণিত ফিল্ম বাজারজাত করতে লাগে। তাদের প্রযোজিত ফিল্ম টিভির প্রতিটি চ্যানেলই গ্রাস করে ফেলে।

www.pathagar.com

যেমন শিশুদের জন্য টিভিতে আমেরিকান প্রচারিত কার্টুনের কথাই মনে করুন। এর প্রযোজনা সম্প্রচার ও উপস্থাপনের দিক দিয়ে এক অনন্য মনোমুদ্ধকর আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। তার অর্থ উদ্দেশ্য সম্পর্কে না জেনেই সবাই অত্যন্ত আবাহ ও আনন্দের সাথে তা উপভোগ করে থাকে। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে, প্রকৃতপক্ষে এসব কার্টুন ও ফিল্মের মধ্যে ইহুদীবাদের আলোকে ইসলামের নবী হযরত মুছা (আঃ) চরিত্রকে বিকৃত করেও প্রতিপন্ন করা হয় অন্যদিকে ফিরাউনকে মহান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এভাবে ইহুদীবাদের আলোকে হযরত মুছা (আঃ) এর চরিত্রে অত্যন্ত হীনভাবে আঘাত হানা হয়েছে। জেনে আশ্চর্য হবেন যে, এসব কার্টুন ফিল্মের প্রযোজনায় মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করে আমাদের শিশুদের মন-মগজে ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার ওপর অত্যন্ত বিকৃত প্রভাব বিস্তার করা হচ্ছে।

তাই নিরুপায় হয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে ক্রমাগতভাবে টিভিতে সম্প্রচারের জন্য নিজেই ৩০টি অনুষ্ঠান তৈরী করেছি। দ্বিতীয় পর্যায়ে বড়দের জন্য তৈরী ও বাস্তবায়ন কল্পে সার্বিক সহযোগিতার এখনো যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে এ কঠিন কাজের বাস্তবায়ন একেবারেই সহজ নয়। তাই বলে আমরা এ ব্যাপারে মোটেই নিরাশ নই। আমি অত্যন্ত আশান্বিত যে, আমাদের একাজে অংশ নেয়ার জন্য অনেকেই সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করবেন। এবং এও আশা করছি যে, এ আহবানে ইনশাল্লাহ সহসাই এমন একদল ইসলামী চেতনাবোধ সম্পন্ন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সহযোগিতা পেয়ে যাব, যাদের সহযোগিতায় আমরা এমন সব ফিল্ম তৈরীতে সমর্থ হবো যে, তা পাশ্চত্য ধ্যান-ধারণায় প্রযোজিত, অশ্লীলতা, নগ্নতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের ধারক, শিশু কিশোর ও সাধারণ মানুষের চরিত্র বিধ্বংসী এ সব ফিল্ম মোকাবেলা করতে সমর্থ হবে। সাথে সাথে এর মাধ্যমে আরব দেশগুলোতে অবক্ষয় বিস্তার ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী টি, ভি, সিনেমা, নাটক, ড্রামা ইত্যাদি যাই হোক না কেন, সব কিছুরই মূলোৎপাটনে সমর্থ হবো ইনশাল্লাহ। আর তা হবে সিনেমা, নাটক, ড্রামা ও এমন সব

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নাম শুনলে আতংকিত হয়ে উঠেন, তাদের বিব্রত করার উদ্দেশ্যে নয় বরং আমরা ইসলামী শিক্ষার আলোকে এমন বুনিয়াদী, গঠনমূলক ও সমাজ সংস্কারমূলক ফিল্ম তৈরী করতে চাচ্ছি যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট হবেন এবং সমাজের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল বয়ে আনতেও সক্ষম হবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের শিশু কিশোররা যখন এসব ফিল্ম থেকে ইসলামের আদর্শ ও গঠনমূলক প্রশিক্ষণ পাবে তখনই ইসলামী ফিল্ম সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

এখনতো আমরা এটা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারছি যে, বর্তমান ফিল্ম ও চিত্রকলার গ্রাসে আমাদের শিশুদের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করে দিচ্ছে। অশ্লীলতার প্রদর্শন, মদ ও জুয়ায় অভ্যস্থ হওয়ার প্রদর্শনী, লুটপাট এবং হাইজ্যাকের ট্রেনিং, মেয়েদের উলংগ ও উচ্ছৃংখলতায় অভ্যস্ত করণ এবং অভিনয়ের মাধ্যমে প্রেম-প্রীতি ও অবৈধ যৌন সম্পর্কের আবেদন-নিবেদন এর প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের শেষ করে দেয়া হচ্ছে। আমরা ইসলামী ফিল্ম তৈরীর মাধ্যমে একজন ছেলেকে আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে ওঠার ব্যাপারে নীতি ও নৈতিকতার সঠিক প্রশিক্ষণ দিব। যেন এর মাধ্যমে প্রতিটি শিশু সত্যিকার দেশ প্রেমিক ও যোগ্য নাগরিক হয়ে আদর্শ সমাজ গঠনের মহত কাজে নিজেদের আত্মনিয়োগ করতে সমর্থ হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এখনতো আমরা এটা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারছি যে, বর্তমান ফিল্ম ও চিত্রকলার গ্রাসে আমাদের শিশুদের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করে দিচ্ছে। অশ্লীলতার প্রদর্শন, মদ ও জুয়ায় অভ্যস্থ হওয়ার প্রদর্শনী, লুটপাট এবং হাইজ্যাকের ট্রেনিং, মেয়েদের উলংগ ও উচ্ছৃংখলতায় অভ্যস্ত করণ এবং অভিনয়ের মাধ্যমে প্রেম-প্রীতি ও অবৈধ যৌন সম্পর্কের আবেদন-নিবেদন এর প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের শেষ করে দেয়া হচ্ছে। আমরা ইসলামী ফিল্ম তৈরীর মাধ্যমে একজন ছেলেকে আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে উঠার ব্যাপারে নীতি ও নৈতিকতার সঠিক প্রশিক্ষণ দিব। যেন এর মাধ্যমে প্রতিটি শিশু সত্যিকার দেশ প্রেমিক ও যোগ্য নাগরিক হয়ে আদর্শ সমাজ গঠনের মহত কাজে নিজেদের আত্মনিয়োগ করতে সমর্থ হয়